Celebrating 50 Years of **BANGLADESH**

Selected Essays on

Journey and Achievements of Bangladesh

Celebrating 50 Years of **BANGLADESH**

Selected Essays on

Journey and Achievements of Bangladesh

cgs Centre for Governance Studies

The Centre for Governance Studies (CGS) conducts research on and facilitates collaborative efforts among the academic community, government, private sector, civil society and development partners on governance, security, economic and human resource development, political and social order, and democratization. For details, visit: http://cgs-bd.com/

The opinions expressed in this publication are solely of author(s).

cgs Centre for Governance Studies

45/1 New Eskaton (2nd Floor), Dhaka 1000, Bangladesh
Tel: +880258310217, +88029354902, +8802222223109
Email: ed@cgs-bd.com
Website: www.cgs-bd.com

Celebrating 50 Years of Bangladesh
Selected Essays on Journey and Achievements of Bangladesh
December 2021

Introduction

Bangladesh has been independent since 50 years. Bangladesh has worked hard over the last 50 years to establish herself on the global stage, which is prominent. As proud Bangladeshis, we must treasure all of our country's successes and pass on our patriotism to the next generation so that they can feel the same way about our motherland. To nurture and preserve the struggle for independence, the Centre for Governance Studies (CGS) organized the program "50 Years of Bangladesh: Pathways and Trajectories" and announced an essay writing competition that would be awarded on the occasion of Bangladesh's Victory Day in December 2021. Two topics were selected for the students of O level/A level/ Intermediate and Honors/Master's related to the journey and achievements of Bangladesh in the last 50 years. Essays from all across Bangladesh were received in the previous several months by proficient minds, and a few of them were chosen to feature. The publication's mission is to inform the younger generation about Bangladesh's wonderful heritage and let them express it through their works.

cgs Centre for Governance Studies

Content

Honors category essays (Bengali) "গত ৫০ বছরে বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের ভূমিকা"

First Place	Kawser Mamud, Chittagong University	7
Second Place	Puja Paul, Chittagong Medical College	11
Third Place	Bristy Das, Admission Candidate	15

Honors category essays (English) "Analyze the changing role of Bangladesh on the world stage in the last 50 years"

First Place	Nafisa Sadia Sultana, Dhaka University	20
Second Place	G.M. Sifat Iqbal, Metropolitan University, Sylhet	24

Intermediate category essays (Bengali) "৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্জন"

First Place	Ahnaf Hasan, Niamatpur Govt College, Naogoan	28
Second Place	Ayan Chakraborty, Amrita Lal Dey College, Barishal	33
Third Place	Arghya Dutta, Notre Dame College, Dhaka	37

Intermediate category essays (English) "Highlight Bangladesh's progress as a nation in 50 years since her inception"

First Place	Khondoker Muneera Noor, Ethnica School & College, Cumilla	42
Second Place	Aquib Ahmed Tahsin, Notre Dame College, Dhaka	45

Honors Category Essays (Bengali)

গত ৫০ বছরে বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের ভূমিকা

প্রথম স্থান

কাউছার মাহমুদ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

দ্বিতীয় স্থান

পূজা পাল

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

তৃতীয় স্থান

বৃষ্টি দাস

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিচ্ছু পরীক্ষার্থী

কাউছার মাহমুদ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

১৯৭১ সালের মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের পর বাংলাদেশ নামক দেশটি তার শিশু-কৈশোর জীবন পেরিয়ে যৌবন ও বার্ধক্যের মাঝামাঝি অবস্থান করছে। ১৯৭১ থেকে ২০২১ এই ৫০ বছরে বাংলাদেশের অনেক অর্জন রয়েছে। দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন সমৃদ্ধি অর্জন করেছে তেমনি বিশ্বমঞ্চেও নানা ক্ষেত্রে বাংলাদেশ অবদান রেখে চলেছে। মহান স্বাধীনতা সংগ্রামের পর ১৯৭৪ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২৯তম অধিবেশনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলায় ভাষণ দিয়ে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এর আগে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সংবিধানে 'সকলের সাথে বন্ধুত্ব; কারো সাথে বৈরিতা নয়' এটি কে পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করে। এই নীতির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ গত ৫০ বছরে বিশ্বমঞ্চে শান্তি ও সহযোগিতাপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়।

জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন ও বাংলাদেশ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পুরো পৃথিবী দুটি অংশে ভাগ হয়ে স্নায়ু যুদ্ধ শুরু করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার মিত্ররা পৃথিবীর অপরাপর দেশগুলোকে তাদের পক্ষে টানার চেষ্টা করে। এ টানাপোড়েন ১৯৪০ এর দশকের মাঝামাঝি থেকে ১৯৮০ এর দশকের শেষ পর্যন্ত এর বিস্তৃতি ছিল। তৃতীয় বিশ্বের যে সকল দেশ দুই পক্ষের কাউকে সমর্থন করত না তাদের নিয়ে শুরু হয় জোট নিরপেক্ষ আন্দোলন। বাংলাদেশও ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়তে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে যোগদান করে। ১৯৭৩ সালে বঙ্গবন্ধু জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের চতুর্থ সম্মেলনে যোগ দেন। এতে বঙ্গবন্ধু একটি বৈষম্যহীন পৃথিবী গড়তে, শোষিতের পক্ষে দাঁড়াতে সবাইকে আহ্বান জানান। সম্মেলনে স্বাগত ভাষণে বঙ্গবন্ধু সারা বিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা জানান এবং উপনিবেশবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ বিরোধী মজলুম জনগণের ন্যায্য সংগ্রামের প্রতি বাংলাদেশের সমর্থন জানান। সদ্য স্বাধীন দেশ হিশেবে ন্যাম সম্মেলনে বাংলাদেশের ভূমিকা বিশ্ব দরবারে আরো সুদৃঢ় করে।

বিশ্ব শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশ

শান্তি প্রিয় জাতি হিসেবে আমাদের পররাষ্ট্রনীতির মূলনীতি হচ্ছে-'সকলের সাথে বন্ধুত্ব; কারো সাথে বৈরিতা নয়'। এই নীতির আলোকে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ এগিয়ে আসে। ১৯৮৮ সালে ইরাক-ইরানে জাতিসংঘের শান্তি মিশনে যোগদানের মধ্য দিয়ে এদেশের শান্তিরক্ষা মিশন শুরু হয়। এ পর্যন্ত জাতিসংঘের ৬৮টি মিশনের মধ্যে ৫৪টিতে দেড় লাখের বেশি বাংলাদেশি শান্তিরক্ষী সদস্য অংশগ্রহণ করে। বর্তমানে বিশ্বের ৯টি দেশের শান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনীর শান্তিরক্ষীরা দায়িত্ব পালন করে আসছে। বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা মিশন এলাকায় দুই ধরনের ভূমিকা পালন করে আসছে। এক, সংঘাত বন্ধ করা। দুই, স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় পুনর্গঠন ও সংস্কারমূলক কাজ। মিশন এলাকায় বিরোধপূর্ণ অঞ্চলে উত্তেজনা প্রশমন, বিবাদমান দলগুলোকে নিরস্ত্রীকরণ, মাইন অপসারণ, যুদ্ধবিরতি চুক্তি তদারকি ও কার্যকর করা, স্থিতাবস্থা বজায় রাখা, গণতান্ত্রিক পন্থায় নির্বাচন পরিচালনায় সহায়তা করা, যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের

অবকাঠামো পুনর্গঠনে সহায়তা করা, অর্থনৈতিক পুনর্গঠন, শরণার্থী ও উদ্বাস্তুদের মানবিক সাহায্য প্রদানসহ নানা ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে। বিশ্ব মানবতা প্রতিষ্ঠায় আমাদের শান্তি রক্ষী বাহিনীর রয়েছে অসামান্য অবদান। কারণ এসব দেশে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, জাতি গোষ্ঠী রয়েছে। রয়েছে বিচিত্র রাজনৈতিক মতাদর্শ। এসব সামাজিক ভেদাভেদ ও অর্থনৈতিক বৈষম্যকে পিছনে ফেলে সকলকে নিয়ে সহাবস্থান নিশ্চিত করেছে শান্তিরক্ষীরা। বিশ্বে শান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত হয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের মহাসচিব বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সিয়েরা লিওন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে, লাইবেরিয়া একটি সড়কের নাম রেখেছে বাংলাদেশ স্ট্রীট।

জাতিসংঘে বাংলাদেশ

একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ের তিন বছর পর ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বরে বাংলাদেশ জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ লাভ করে। বৈশ্বিক সংগঠন হিশেবে জাতিসংঘের মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বমঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সদস্যপদ লাভ করার পর থেকে বাংলাদেশ জাতিসংঘের বিভিন্ন পর্ষদে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রেখে চলছে এবং জাতিসংঘের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক এবং নিরাপত্তা বিষয়ক বিভিন্ন কর্মকান্ডের সাথে জড়িত হয়েছে। সদস্যপদ লাভের এক বছরের মধ্যে ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হয়। সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী ১৯৮৬-৮৭ মেয়াদে সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৭৯-৮০ সালে প্রথমবার জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য নির্বাচিত হয়। নিরাপত্তা পরিষদে অস্থায়ী সদস্য থাকাকালীন সময়ে বিভিন্ন সংকটকালীন এজেন্ডা, যেমন: আরব-ইসরায়েল উত্তেজনা, কম্বোডিয়ায় ভিয়েতনামের আগ্রাসন, আফগানিস্তানে সোভিয়েত অনুপ্রবেশ, দক্ষিণ অফ্রিকার বিরুদ্ধে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি নিরাপত্তা পরিষদে এজেন্ডা হিসেবে উত্থাপিত হয়। এসময় জোট নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিশেবে আরব ভূমিতে ইহুদি বসতি স্থাপনে বাঁধা দেয়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশ কার্যকর ভূমিকা রাখে। ২০০০-২০০১ সালে দ্বিতীয় মেয়াদে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর সিয়েরা লিয়ন বিষয়ক এবং অনুমোদন ভূমিকা বিষয়ক কার্যকমিটির সভাপতির দায়িত্বপালন করে। এছাড়াও বাংলাদেশ ২০০০ সালের মার্চ মাসে এবং ২০০১ সালে জুন মাসে নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের অধীনে অনুষ্ঠিত প্রধান সম্মেলনগুলোতে বরাবরই অংশগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন ঘোষণা, প্ল্যান অব অ্যাকশন প্রণয়নে অবদান রেখেছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের উদ্যোগে গৃহীত অনেকগুলো আন্তর্জাতিক চুক্তি ও মানবাধিকার সনদের স্বাক্ষরদাতা ও অনুসমর্থনকারী দেশ। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শান্তি ও সহযোগিতার প্রতি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে সাধারণ পরিষদের ৫৪তম অধিবেশনে অ্যাকশন ফর এ কালচার অব পিস কর্মসূচী ঘোষণায় সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করে। এছাড়াও বাংলাদেশ পিস বিল্ডিং কমিশনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য।

শরণার্থী আশ্রয়ে বাংলাদেশের ভূমিকা

বাংলাদেশ বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী শিবিরের অয়োজক। বিশ্বের ৪.৭ শতাংশ শরণার্থীর বোঝা বহন করছে বাংলাদেশ। মায়ানমারের রাখাইন রাজ্যে নৃশংসতা থেকে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দিয়ে বিশ্বে মানবতার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বাংলাদেশ শুধু রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়নি সব ধরনের সহায়তাও দিয়ে আসছে। টেকনাফ ও উখিয়ার ২৭টি শরণার্থী ক্যাম্পে রোহিঙ্গাদের জন্য খাদ্য, নিরাপদ পানি এবং স্যানিটেশন, শিশুদের জন্য শিক্ষা ও চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে। বর্তমানে বাংলাদেশে আশ্রয়প্রাপ্ত রোহিঙ্গাদের সংখ্যা ১.১ মিলিয়নের বেশি। যা গত এক দশকে সবচেয়ে বড় মানবিক উদ্যোগ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। রোহিঙ্গা শরণার্থী সমস্যা বাংলাদেশ মায়ানমারের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিত কোন সমস্যা নয়। এটি এখন বৈশ্বিক সমস্যা। এই সমস্যা সমাধানে বাংলাদেশ কয়েকটি

আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে বিশেষ করে জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলোর সাথে কাজ করছে। এ ধরনের একটি অভূতপূর্ব মানবিক ভূমিকার জন্য বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক প্রশংসা অর্জন করেছে। রোহিঙ্গাদের মর্যাদাপূর্ণ প্রত্যাবাসনের জন্য বাংলাদেশ দ্বিপাক্ষিক প্রচেষ্টার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক বিভিন্ন ফোরামে কুটনৈতিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে যা রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে বৈশ্বিক পর্যায়ে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

এমডিজি অর্জন; বিশ্বে রোল মডেল

বাংলাদেশ নিজ দেশে দারিদ্র্য বিমোচন ও ক্ষুধা নির্মূলের মাধ্যমে বিশ্বের দারিদ্র্য সূচক কমাতে ভূমিকা রেখেছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা ২০০০ সালে জাতিসংঘ ঘোষিত ৮টি আন্তর্জাতিক উন্নয়ন লক্ষ্য। বাংলাদেশ ৮টি লক্ষ্যমাত্রার সবকটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশকে জাতিসংঘের ভাষাতেই বলা হয় এমডিজির 'রোল মডেল'। আন্তর্জাতিক উন্নয়নে ঘোষিত ৮টি লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম হলো- চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল করা, সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা, জেন্ডার সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়ন, শিশু মৃত্যুর হার কমানো ও মাতৃস্বাস্থ্যের উন্নয়ন। ২০১৬ সালে বাংলাদেশ দারিদ্র্যের হার ছিল ২৪.৮ শতাংশ। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে এই হার ছিল ৫৬.৭ শতাংশ। দারিদ্র্য বিমোচনে এটি বাংলাদেশের অর্জন হলেও দারিদ্র্যের বৈশ্বিক সূচক কমাতে ভূমিকা রেখেছে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন; উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ: ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করে জন্ম স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ মাত্র ৫০ বছরে গোটা বিশ্বকে দেখাচ্ছে আর্থিক বিকাশের পথ। গত ৫০ বছরে বাংলাদেশ এশিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর্থিক বুনিয়াদের উপর দাঁড়িয়েছে। এজন্য বাংলাদেশ কে 'রাইজিং টাইগার' বা 'এশিয়ার বাঘ' হিসেবে আখ্যায়িত করা হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ অতিমারির মধ্যেও বাংলাদেশ তার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রেখেছে। বিশ্ববাজারে বাংলাদেশ দক্ষ শ্রমশক্তি রপ্তানি করে বৈশ্বিক চাহিদা মিটাচ্ছে। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক উন্নয়নের স্বীকৃতিও মিলছে। বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণে জাতিসংঘ চূড়ান্ত সুপারিশ করেছে। যে তিনটি সূচকের ভিত্তিতে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হয় বাংলাদেশ তিনটি সূচকের সবগুলো শর্ত পূরণ করে অনেক এগিয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তন; বাংলাদেশের নেতৃত্ব

জলবায়ু পরিবর্তন একবিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীকে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে। ভবিষ্যতে জলবায়ু প্রভাব মোকাবেলার জন্য করণীয় ঠিক করতে বিভিন্ন আলোচনা, চুক্তি কিংবা মতৈক্যে পৌছানোর জন্য বাংলাদেশ বিভিন্ন ফোরামে নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে রয়েছে উন্নয়নশীল দেশগুলো। সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিতে থাকা দেশগুলোর সমন্বয়ে ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরাম গঠন করা হয়েছে। বাংলাদেশ তথা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই ফোরামের কণ্ঠস্বর। জলবায়ু সমস্যার সমাধান করতে হলে রাজনৈতিক ঐক্যের বিকল্প নেই। বাংলাদেশ বৈশ্বিক বিভিন্ন ইভেন্টে বিশ্বনেতাদের এ ব্যাপারে ঐক্যমত্যে আসার জোর আহ্বান জানায়। জলবায়ু সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনগুলোতে বরাবরই তহবিল সংগ্রহের ওপরই জোর দেওয়া হয়। কিন্তু সম্প্রতি স্কটল্যান্ডের গ্লাসগোতে অনুষ্ঠিত জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশ তহবিল গঠনসহ চারদফা প্রস্তাব তুলে ধরে।

কপ-২৬ সম্মেলনে ক্লাইমেট ভালনারেবল ফোরামের সভাপতি হিসেবে সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এর আগে ২০১৫ সালে প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে বাংলাদেশ বিশ্বের ১৯৫টি দেশের সাথে একমত হয়ে এই বৈশ্বিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রেখেছে। প্যারিস চুক্তিতে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রস্তাবও স্থান পেয়েছে। ২০০৯ সালে কোপেনহেগেনে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বিশ্বের তাপমাত্রা যেন দেড় ডিগ্রির বেশি বৃদ্ধি না পায় সে প্রস্তাব দিয়েছিলেন। প্যারিস চুক্তিতে এ প্রস্তাবটি বিভিন্নভাবে এসেছে।

উপসংহার

১৯৭১ সালে স্বাধীনতা লাভের পর ৫০ বছরে বাংলাদেশ বৈশ্বিক বিভিন্ন ইস্যুতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। দীর্ঘদিন ব্রিটিশ শাসন শোষণ ও ২৩ বছরের পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকদের কাছ থেকে নিপীড়নের শিকার জাতি হিসেবে বিশ্বের অপরাপর নিপীড়িত মানুষের সমব্যাথী হয়ে বাংলাদেশ তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। বিশ্বকে শান্তিপূর্ণ ও বাসযোগ্য করে গড়ে তুলতে সাম্রাজ্যবাদী, আধিপত্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে দাড়িয়েছে। এরই প্রচেষ্টা হিসেবে বাংলাদেশ নিজেকে জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে সম্পৃক্ত করেছে, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে যোগ দিয়েছে। ১.১ মিলিয়ন রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় দিয়ে মানবতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জলবায়ু সমস্যা মোকাবেলায় বিশ্বে প্রথম নিজস্ব অর্থায়নে জলবায়ু ট্রাস্ট গঠন করে বিশ্বে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে সীমিত সামর্থ্যের সবটুকু দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে নিজের নাম স্ব-মহিমায় স্থান করে নিয়েছে।

পূজা পাল
চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

সূচনা

দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শেষে, ৩০ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে পেয়েছি আজকের সোনার বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পরপরই যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশকে পূণর্গঠনে নেমে পড়েন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছেন বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। পিতার আদর্শেই এগিয়ে চলেছেন তিনি। গত ৫০ বছরে দেশের অভূতপূর্ব কল্যাণ সাধন করেছেন। তাঁরই হাত ধরে ৫০ বছরে বাংলাদেশ সকল ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ করেছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণ- যেখানে রয়েছে এক বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়ার ইতিহাস- সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের এটি একটি বড় অর্জন। এটি সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাহসী এবং অগ্রগতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছে। বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয়স্থল বাংলাদেশ

মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্য থেকে নির্যাতনের ভয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে ১০ লাখ রোহিঙ্গা। চলতি বছরের ২৫ আগস্ট থেকে এখন পর্যন্ত এসেছে ৬ লাখ ৫৫ হাজার রোহিঙ্গা। বিপদগ্রস্ত রোহিঙ্গাদের পাশে দাঁড়িয়ে বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছে মানবিক এক দেশ হিসাবে। মাদার অব হিউম্যানিটি খেতাব পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। যথাযথভাবে বৈশ্বিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের কর্মকাণ্ড বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে এবং ফলস্বরূপ বাংলাদেশ বিশ্ব পরিমণ্ডলে আজ এক আলোচিত নাম। রোহিঙ্গা শরণার্থীদের জন্য বাংলাদেশ তার দ্বার উন্মুক্ত করে বিশ্ব মানচিত্রে পৌছে গেছে এক অনন্য উচ্চতায়। ৬,০০০ একর জমিতে ২,১১,০০০ অস্থায়ী আবাসন গড়ে তোলা হয়েছে। ৮,৪৪,১৮৬ জন রোহিঙ্গাকে খাদ্য সহায়তা দেওয়া হয়েছে। ১,৩৫,৯৩১ শিশু শিক্ষা সহায়তা পেয়েছে। দশ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা সাম্প্রতিক সময়ে ভয়াবহ সহিংসতার শিকার হয়ে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয় এবং তাদের সবাইকে আশ্রয় দেয় বাংলাদেশ।

২০১৭ এর আগস্ট মাস থেকে ৬,৯২,৯৮৪ রোহিঙ্গা বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী জেলায় আশ্রয় নেয়। এই বিপুল সংখ্যক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে দীর্ঘদিন ধরে আশ্রয়ে থাকা দুই লক্ষ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের সাথে যুক্ত হয়েছে। এই দুই লক্ষ রোহিঙ্গাও বাংলাদেশে আসে সহিংসতার শিকার হয়ে। বাংলাদেশে রোহিঙ্গা প্রায় ১১ লক্ষ। যখন বিশালায়তনের উন্নয়নশীল দেশগুলো রোহিঙ্গাদের নিয়ে একটুও চিন্তা করেনি, তখন বাংলাদেশের মতো স্বল্পোন্নত ও স্বল্প আয়তনের দেশ রোহিঙ্গাদের থাকার সুযোগ দিয়েছে। এটা বাংলাদেশ তথা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদারতার ও মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ছাড়া আর কিছুই না।

জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ

জাতিসংঘের বিশ্বশান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ বরাবরই সক্রিয় অংশগ্রহণকারী। শান্তিরক্ষা মিশনে জাতিসংঘের আহ্বানে বাংলাদেশ প্রথম অংশগ্রহণ করে ১৯৮৮ সালের ইরান-ইরাক যুদ্ধে। সে যুদ্ধে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর ভূমিকা ছিল প্রশংসাযোগ্য। এরপর দীর্ঘ ২৫ বছর ধরে (২০১৩ সাল পর্যন্ত) বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনী যেমন-সেনা, নৌ, বিমান, পুলিশ প্রভৃতি কৃতিত্বের সাথে এই মহতী দায়িত্ব পালন করে আসছে। বাংলাদেশী এসব বাহিনীর দৃঢ় মনোবল, উন্নত শৃঙ্খলা, কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে দায়িত্ব পালন করে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। বাংলাদেশ বর্তমানে শান্তিরক্ষা বাহিনীর ১৫টি মিশনের মধ্যে ১২টিতে কাজ করছে। সবমিলে ৫৪টি মিশনে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনী অংশগ্রহণ করেছে। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশের বিভিন্ন বাহিনী অংশগ্রহণ করে চলেছে। নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, সামরিক পর্যবেক্ষক, অস্ত্র, গোলাবারুদ ও মাইন উদ্ধার, আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা, শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রক্ষা করা, মানবিক সহায়তা প্রদানসহ জাতিসংঘে বাংলদেশী বাহিনী উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অনেক সদস্য গুরুত্বপুর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ বিভিন্ন সম্মাননায় ভূষিত হয়েছে। জাতিসংঘের মহাসচিব বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। কৃতজ্ঞতাস্বরূপ সিয়েরা লিওন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিয়েছে, লাইবেরিয়া একটি সড়কের নাম রেখেছে বাংলাদেশ স্ট্রীট যা আমাদের জন্য অতি গর্বের বিষয়। এভাবেই বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশ আজ দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

মুসলিম বিশ্বের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক

ওআইসির সদস্য হওয়ার পর বাংলাদেশের সঙ্গে মুসলিম বিশ্বের একটা ভাল সম্পর্ক তৈরী হয়। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। এখানকার সিংহভাগ লোক মুসলমান। স্বাধীনতা লাভের পর মুসলিম বিশ্বের দেশগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান ও ঘনিষ্ঠতা গড়ে তোলে। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অর্গানাইজেশন অব ইসলামিক কনফারেন্স (ওআইসি)-এর লাহোর সম্মেলনে যোগদান করে ওআইসির সদস্যপদ গ্রহণ করেন তখন থেকে বাংলাদেশ এই সংস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। স্বাধীনতা-উত্তর অনেক মুসলিম রাষ্ট্র বাংলাদেশকে পূর্ণগঠনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। ফলে মুসলিম রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের কুটনৈতিক ও বন্ধু সম্পর্ক গড়ে উঠে। বাংলাদেশ কৃতজ্ঞাতাস্বরূপ তার প্রতিদান রেখে চলেছে এ সমস্ত মুসলিম প্রধান দেশে। মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি স্থাপনে, ইরাক-ইরান যুদ্ধ বন্ধে, ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা যুদ্ধেও বাংলাদেশ মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর পাশে থেকেছে। ইরাক কর্তৃক কুয়েত দখল বাংলাদেশ সমর্থন করেনি। পরবর্তীতে ইরাক কুয়েত ছেড়ে দিলে বাংলাদেশ কুয়েতে সৈন্য প্রেরণ করে দেশটিতে মাইনমুক্ত ও বিস্ফোরক অপসারণের সাহায্য করে। ওয়াইসি'র সিদ্ধান্ত মোতাবেক বাংলাদেশ জাতিসংঘের মাধ্যমে বসনিয়ায় সেনাবাহিনী প্রেরণ করে। এভাবে বাংলাদেশ মুসলিম প্রধান রাষ্ট্রগুলোকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়ে সৌহার্দ্যপুর্ণ ও হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলেছে।

বাংলাদেশের উদ্যোগে সার্ক গঠন এবং বিশ্বমঞ্চে সার্কের ভূমিকা

অর্থনৈতিক এবং সামাজিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার জন্য একটি কার্যকর পদক্ষেপ হলো আঞ্চলিক সহযোগিতা জোট করা। আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রাতিষ্ঠানিক বা জোটে যোগ দেওয়ার অন্যতম উদাহরণ দক্ষিণ এশীয়া আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা (সার্ক)। সার্ক গঠনের মূল উদ্যোক্তা ছিল বাংলাদেশ। ১৯৮৫ সালে বাংলাদেশ সহ ৭টি সদস্য দেশ বাংলাদেশ, ভারত, ভুটান, মালদ্বীপ, শ্রীলংকা, নেপাল ও পাকিস্তান নিয়ে যাত্রা শুরু করা সার্কের বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৮। ২০০৭ সালে আফগানিস্তান আনুষ্ঠানিকভাবে সার্কে যোগ দেয়। সার্কের কার্যক্রম পরিচালিত হয় কাঠমুন্ডুতে সার্ক সচিবালয়ের মাধ্যমে। দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণে জীবনমান উন্নয়ন, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অগ্রগতি তরান্বিত করা সহ পারস্পরিক আস্থার ভিত্তিতে চলার লক্ষে গড়ে উঠেছিল সার্ক। এই সংস্থার অন্যতম বিশেষ

দিক হলো সবার সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। প্রকৃতপক্ষে বিগত ২৫ বছরে ১৯৮৫-২০১০ সাল পর্যন্ত সার্কের ১৬টি শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৯৮৫ সালে ঢাকা শীর্ষ সম্মেলনে ঘোষিত সার্ক সনদের ৮টি উদ্দেশ্যের মধ্যে রয়েছে- ১. দক্ষিণ এশিয়ার জনগণের কল্যাণ এবং তাদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ২. এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি তরান্বিত করা, সামাজিক অগ্রগতি সাধন, সাঙ্কৃতিক উন্নয়ন এবং প্রতিটি দেশে স্ব স্ব মর্যাদা সমুন্নত রেখে সহবস্থানের সকল প্রকার সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা করা ৩. সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সমষ্টিগত আত্মনির্ভরশীলতা জোরদার করা ৪. পারস্পরিক বিশ্বাস স্থাপন, সমঝোতা এবং অন্যের সমস্যা উপলোব্ধি করা ৫. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে সক্রিয় সহযোগিতা বৃদ্ধি ৬. অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশের সঙ্গে সহযোগিতার প্রসার ঘটানো ৭. সর্বজনীন বিষয়ে নিজেদের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক ফোরামের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে কাজ করা ৮. আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে একই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা। সার্ক প্রতিষ্ঠার শুরু থেকেই এই লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

১৯৯৩ সালে এপ্রিল মাসে দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি (সাপটা) স্বাক্ষরিত হয়। সার্ক প্রতিষ্ঠার পর থেকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এটাই প্রথম বড় ধরনের কোন উদ্যোগ। সাপটা গ্রহণের লক্ষ্য ছিল সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিনিময়ের ভিত্তিতে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা উন্নয়ন ও তার স্থায়িত্ব বজায় রাখা। সাপটার আওতায় সার্কভুক্ত দেশগলোর মধ্যে ধাপে ধাপে বাণিজ্য শুল্ক হ্রাসের বিষয় নির্ধারিত হয়। শুল্কযুক্ত ও শুল্কবিহীন পণ্য সামগ্রী নির্ধারণে বিরাজমান বাধাগুলো পর্যায়ক্রমে দূর করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়। আশা ব্যক্ত করা হয় যে সাপটার মাধ্যমে আন্ত-আঞ্চলিক বাণিজ্য সম্প্রসারিত হবে, যা পরিণামে উৎপাদন ও রপ্তানি বাণিজ্যে সাধারণ মানুষের জন্য নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করবে এবং তা এ অঞ্চলের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে। এ সময়ের মধ্যে চারটি পর্যায়ের গোল টেবিল আলোচনায় ৫০০ পণ্যদ্রব্য অর্ন্তভুক্ত হয়। প্রতি পর্যায়ের আলোচনায় দ্রব্যের অর্ন্তভুক্তির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে দেখা যায় এবং সেই সাথে পূর্বের বছরের তুলনায় শুল্ক হ্রাস করার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এভাবে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বমঞ্চে ভূমিকা রেখে আসছে এবং আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতেও বাংলাদেশ তা অব্যাহত রাখবে।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট বিশ্বমঞ্চে এক নতুন অধ্যায়ের নাম

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃত্রিম উপগ্রহের অধিকারী বিশ্বের ৫৭তম দেশের মর্যাদা অর্জন করেছে। বর্তমানে বাংলাদেশের ৩০টির বেশী স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল সিঙ্গাপুর ও অন্যান্য দেশের স্যাটেলাইট ভাড়ায় ব্যবহার করছে। প্রায় ৩ হাজার কোটি টাকার এই স্যাটেলাইটের ৪০টি ট্রান্সপন্ডারের মধ্যে ২০টি ভাড়ার জন্য রাখা হয়েছে। ফলে উপগ্রহটি থেকে সার্ক দেশগুলোর পাশাপাশি ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, মিয়ানমার, তাজাকিস্তান, কিরগিজস্তান, উজবেকিস্তান, তুর্কিস্তান ও কাজাকিস্তানে ভাড়া নিয়েছে। স্যাটেলাইটটির ট্রান্সপন্ডারগুলো ১৬০০ মেগাহার্টজ ক্ষমতা সম্পন্ন। এগুলোর মধ্যে ২৬টি ku-band এবং ১৪টি c band এর। ku band বাংলাদেশসহ বঙ্গোপসাগর, পাকিস্তান, ভারত, নেপাল, ভূটান, শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইন, মিয়ানমারসহ আরো অনেক দেশ পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। তাছাড়া c band আরো ২৬টি দেশের উপর বিস্তৃত রয়েছে। এছাড়াও এই স্যাটেলাইট বিদেশী কোম্পানীর নিকট সেবা প্রদানের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা আয় করছে। এভাবে বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট দেশ ছাড়িয়ে বিদেশের সেবা দেওয়ার মাধ্যমে বিশ্বমঞ্চে ভূমিকা তৈরী করে চলেছে।

বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের পোশাক শিল্প

বিশ্ববাজারে বাংলাদের তৈরী পোষাক শিল্পের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বের প্রায় ২০টির ও অধিক দেশে পোশাক রপ্তানী করছে। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের তৈরী পোশাকের অন্যতম ক্রেতা। শুধু যুক্তরাষ্ট্রে পোশাক রপ্তানী

করে মার্কেট রপ্তানী আয়ের প্রায় ৫৬% অর্জিত হয়। দ্বিতীয় বৃহত্তম বাজার হচ্ছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তথা জার্মানী, ফ্রান্স, ইতালী, কানাডা, ইংল্যান্ড, মধ্যপ্রাচ্যসহ ইসিভুক্ত দেশগুলো বিশ্বের প্রায় একশ বাইশটি দেশে বাংলাদেশের পোশাক রপ্তানী করে থাকে। পোশাক শিল্পে প্রায় ৮৪টি ক্যাটাগরি আছে। তন্মধ্যে বাংলাদেশ ৩৬টি ক্যাটাগরি উৎপাদন করে থাকে, যার মধ্যে ১৮টি ক্যাটাগরি কোটাভুক্ত এবং বাকি ১৮টি ক্যাটাগরি কোটা বর্হিভুত। বাংলাদেশে তৈরী পোশাকের মূল্য অপেক্ষাকৃত কম হওয়ায় এবং পণ্যের গুণগত মান ভালো হওয়ায় বিদেশী দেশগুলো বাংলাদেশের তৈরী পোশাক ক্রয় করতে আগ্রহ প্রকাশ করে। এভাবে বাংলাদেশ পোশক শিল্পে বিশ্বের চাহিদা মিটিয়ে চলেছে।

ক্রমবর্ধমান আঞ্চলিক সহযোগিতায় বাংলাদেশ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত ১০ বছরের আঞ্চলিক সহযোগিতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে। 'ক্রমবর্ধমান সহযোগিতা ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধি' এটাই বাংলাদেশের মূলনীতি। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ আঞ্চলিক ফোরামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে। তার মধ্যে অন্যতম আঞ্চলিক ফোরাম হলো বাংলাদেশ বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টিসেক্টরাল টেকনিক্যাল এন্ড ইকনোমিক কোঅপারেশন (বিমসটেক)। বাংলাদেশ বিমসটেক-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রাষ্ট্র। এই ফোরামের অন্য সদস্য রাষ্ট্রগুলো হলো- থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, ইন্ডিয়া, শ্রীলংকা এবং হিমালয়ের দুই দেশ নেপাল ও ভুটান। এর সচিবালয় ঢাকায় অবস্থিত। জলবায়ু পরিবর্তন, খাদ্য ও জালানী নিরাপত্তা, সড়ক সংযোগ স্থাপন, নিরাপত্তা ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই, বাণিজ্যকে সহজ করা এবং শান্তি ও সমৃদ্ধি অর্জন ইত্যাদি বিষয়ে বাংলাদেশ বিমসটেক তথা বিশ্ব দরবারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে।

উপসংহার

যেখানে বিশ্বের অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশগুলো নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতেই ব্যস্ত, সেখানে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ সকল ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থার উন্নতি ঘটানোর সাথে সাথে বিশ্বমঞ্চে রেখেছে তার অপরিসীম অবদান এবং এই ধারা ভবিষ্যতেও অব্যহত থাকবে। বাংলাদেশের অভাবনীয় অগ্রগতি এবং প্রতিনিয়ত বর্হিবিশ্বে যে অবদান রেখে চলেছে তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ বিশ্বনেতারা। পৃথিবীর বৃহত্তম শরণার্থী শিবির এখন বাংলাদেশে। ভারতের সাথে দীর্ঘ দিনের অমিমাংসিত স্থলসীমানা চুক্তি মিমাংসা, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় সর্বোচ্চ সংখ্যক শান্তিরক্ষী প্রেরণের গৌরব, সার্ক গঠন ও বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের ব্যবহারের সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশসমূহকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া ইত্যাদিসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের সফলতার তালিকা অনেক দীর্ঘ তাইতো বাংলাদেশ আজ আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে। আমাদের দেশ বাংলাদেশ আয়তনে ছোট হতে পারে কিন্তু মেধা মননে, বিশ্বকে সহযোগিতা করার মনোভাবে তথা উদারতায় অন্যান্য সব দেশ থেকে ছাড়িয়ে গিয়েছে।

বৃষ্টি দাস

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তিচ্ছু পরীক্ষার্থী

দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে নানা বঞ্চনা-নিপীড়নের শিকার হতে হয় বাঙ্গালি জাতিকে। সেই নিপীড়ন-বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে জাতি, প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। যুদ্ধবিধ্বস্ত সেই বাংলাদেশকে সাড়ে তিন বছরে উন্নয়নের মহাসড়কে তুলে দেন বঙ্গবন্ধু, করে যান স্বল্পোন্নত দেশ। আজকে সে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশ। আর এ সময়ই দেশবাসী উদযাপন করছে স্বাধীনতার সুবর্ণজন্তী।

পাঁচ দশকে বাংলাদেশের অভাবনীয় অগ্রগতিতে প্রশংসা পঞ্চমুখ বিশ্বনেতারা। কেউ বলছেন, বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক পাওয়ার হাউস। কেউ বলছেন, অর্থনীতে বাংলাদেশের অগ্রগতি অভাবনীয়। আর এর পেছনে প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ নেতৃত্বকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন বিশ্বনেতারা।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ১০ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানমালার আয়োজন করে বাংলাদেশ সরকার । এই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পাঁচ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান সফর করেছিলেন। এছাড়া অনেক বিশ্বনেতা বাংলাদেশের এই শুভক্ষণে করোনার কারণে উপস্থিত হতে না পেরে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। তবে বাংলাদেশের অভাবনীয় অগ্রগতির প্রশংসার পাশাপাশি আগামীর জন্য শুভ কামনা পাঠিয়েছিলেন তারা।

বাংলাদেশ সফর করেছিলেন মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ইব্রাহীম মোহামেদ সালেহ, নেপালের প্রেসিডেন্ট বিদ্যা দেবী ভান্ডারী, শ্রীলঙ্কার প্রধানমন্ত্রী মাহিন্দা রাজাপাকসে ও ভুটানের প্রধানমন্ত্রী ডা. শেরিং।

এছাড়া রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের প্রধান ধর্মগুরু পোপ ফ্রান্সিস, জার্মানির প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্ক ভাল্টার স্টাইনমায়ার, কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো, চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং, ব্রিটেনের যুবরাজ প্রিন্স চার্লস, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসেরে সভাপতি সোনিয়া গান্ধী কম্বোডিয়ার প্রধানমন্ত্রী হুন সেন, জর্ডানের বাদশা আব্দুল্লাহ, জাপনের প্রধানমন্ত্রী ইউনিহিদো সুগাসহ অন্তত দেড় ডজন বিশ্বনেতা ভিডিওবার্তায় শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন।

সুবর্ণজয়ন্তীর দিনে শুভেচ্ছাবার্তা পাঠিয়েছিলেন জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস, মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। আরও শুভেচ্ছা পাঠিয়েছিলেন ব্রিটেনের রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথ, ওআইসির মহাসচিব ড. ইউসেফ আল ওথাইমিন, ইউনেস্কোর মহাপরিচালক অড্রে আজুলে প্রমুখ।

আজ বাংলাদেশ ও স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে ৫০ বছার। তাই পেছন ফিরে তাকালে আমাদের স্বস্তির অনেক কারণ পাওয়া যায়। অন্তত এ ৫০ বছরে আমাদের অর্জন খুব একটা কম নয়। হয়তো অর্জন আরও বেশি হতে পারত। তবে যা হয়েছে তা খুব সামান্যও নয়, এককথায় অসমান্য। এখন বাংলাদেশ বিশ্ব দরবারে সম্মানজনক দেশ ও রাষ্ট্র হিসেবে মাথা উঁচু করে দাড়িয়েছে।

একটি দেশকে বিশ্বমঞ্চে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হলে সে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতি, শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি অসংখ্য দিক দিয়ে উন্নয়ন সাধন করতে হয়। এমন দেশের তালিকায় বাংলাদেশ অন্যতম। গত ৫০ বছরে বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অবস্থান রয়েছে। তম্মধ্যে কয়েকটি নিচে উল্লেখ করা হলো:-

অর্থনীতি:

বদলে যাওয়ায় এক দেশের নাম বাংলাদেশ। গত এক যুগে বাংলাদেশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নয়ন করেছে, যা বহির্বিশ্বে ভূয়সী প্রশংসিত হয়েছে। এছাড়া কৃষি ও খাদ্য উৎপাদন, শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, পোশাক শিল্প, আবাসন, জাহাজ, ওষুধ, প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য ও আইসিটি শিল্পে সাড়া ফেলেছে। এক সময়ের বিশ্বের দরিদ্রতম দশটি দেশের অন্যতম বাংলাদেশ আজ বিশ্বের ৪১ তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর ইকোনমিক অ্যান্ড বিজনেস রিসার্চ (সিইবিআর) এর মতে, অর্থনৈতিক বিকাশ অব্যাহত থাকলে ২০৩৫ সাল নাগাদ বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের উন্নয়নের অপ্রতিরোধ্য গতি বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করেছে।

গত এক যুগে বাংলাদেশের জিডিপির গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৬ দশমিক ৬ শতাংশ, যা ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭ শতাংশের ওপরে ছিল এবং ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে ৮ শতাংশ অতিক্রম করে। মূল্যস্ফীতি খুব একটা সহনীয় পর্যায়ে না থাকলেও অর্থনীতি ছিল ইতিবাচক। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে আমাদের মাথাপিছু আয় ছিল ৫৪৩ মার্কিন ডলার, যা বর্তমানে ২ হাজার ২২৭ ডলারে উন্নীত হয়েছে। জিডিপির আকার ৪ লাখ ৮০ হাজার ৩৩৭ কোটি থেকে ২৮ লাখ কোটি টাকা হয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের পরিমাণ ছিল মাত্র শূন্য দশমিক ৭৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ এক বিলিয়ন ডলারের কম, যা বর্তমানে ৪৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করেছে। (তথ্যসুত্রঃ ৩০ জুন, ২০২১ যায়যায়দিন)

শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ এখন রিজার্ভ থেকে বিদেশি বন্ধুপ্রতিম দুই দেশকে ঋণও দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ ঋণগ্রহীতা থেকে ঋণদাতায় পরিণত হচ্ছে, যা মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে নিজেদের অবস্থান আরও সুদৃঢ় করবে। এ ছাড়া নিজেদের রিজার্ভ থেকে দেশীয় প্রকল্পেও অর্থ বিনিয়োগ শুরু করে বিশ্ব দরবারে আরেকটি উদাহরণ তৈরি করেছে বাংলাদেশ। বিশ্বমঞ্চে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠা একটি বিষয় দিয়ে খুব ভালোভাবে পরিমাপ করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী হেনরি কিসিঞ্জার এক সময় বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুঁড়ি' বলে উপহাস করেছিলেন। সেই যুক্তরাষ্ট্রই এখন দক্ষিণ এশিয়ার এ দেশটিকে তাদের ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলে যুক্ত করতে চাইছে।

স্বাধীনতার মাত্র ৫০ বছরেই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জোরে বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। অঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতিতে ক্রমেই গুরুত্ব বাড়ছে এ দেশের। ঢাকাকে পাশে টানতে প্রতিযোগিতায় নেমেছে চীন, ভারত, যুক্তরাষ্ট্রের মতো পরাশক্তিগুলো। এসবই সম্ভব হয়েছে দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তি শক্তিশালী হওয়ায়। ফলে ধীরে ধীরে একটি দেশের প্রভাববলয় থেকে কেরিয়ে আসছে আমাদের লাল-সবুজের বাংলাদেশ।

রোহিঙ্গা শরণার্থীদের আশ্রয় স্থল:

১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গা সাম্প্রতিক সময়ে সহিংসতার শিকার হয়ে মিয়ানমার থেকে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয় এবং তাদের সবাইকে আশ্রয় দেয় বাংলাদেশ। ২০১৭ এর আগস্ট মাস থেকে ৬ লাখ ৯২ হাজার ৯৮৪ রোহিঙ্গা বাংলাদেশের সমুদ্র তীরবর্তী কক্সবাজারে আশ্রয় নেয় । এই বিপুলসংখ্যক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আসে পূর্ববর্তী সহিংসতার শিকার হয়ে। সর্বমোট দেশে রোহিঙ্গার সংখ্যা ১১ লক্ষ। বাংলাদেশ তার সীমিত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করে এই বিপুল জনগোষ্ঠীকে আগলে রাখতে এবং তাদের দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মানবসেবায় এই অনন্য ভূমিকার জন্য বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেছে।

বৈশ্বিক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে বাংলাদেশ (এমডিজি থেকে এসডিজি):

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বাংলাদেশ ঈর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করেছে।

এই সাফল্য অর্জনের স্বীকৃতি স্বরুপ বাংলাদেশ ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আন্তর্জাতিক সম্মাননা অর্জন করেছেন। ২০১৫ সালের শেষে এমডিজি লক্ষ্যমাত্রার সময়সীমা শেষ হলে দেখা যায় বাংলাদেশে এমডিজি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সঠিক পথেই হেটেছে। ৮টির মধ্যে ৬টি লক্ষমাত্রা পূরণ করেছে বাংলাদেশ এবং বাকি দুটি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে অনেক এগিয়েছে বাংলাদেশ। এর মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য হ্রাস, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নারী-পুরুষের ব্যবধান হ্রাস, পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, এইচআইভি সংক্রমণ রোধ, যক্ষা রোধ ও অন্যান্য।

বাণিজ্য ও বিনিয়োগের আধার

বাংলাদেশে গত এক দশকে বৈশিক বিনিয়োগ বেড়েছে কয়েক গুণ। বাংলাদেশকে বিনিয়োগের সবচেয়ে সম্ভাবনাময় খাত হিসেবে দেখছে বিশ্বের উন্নত দেশগুলো। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বাংলাদেশে সরাসরি বৈদেশিক পরিমাণ ছিল ২.৭৮৯ ডলার। ১০ বছর আগে যার পরিমাণ ছিল ১ বিলিয়ন ডলারের কম। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন স্বর্ণযুগে অবস্থান করছে। বাংলাদেশের রপ্তানী আয়ের প্রায় ৩৪.৮ বিলিয়ন ডলার, এক দশক আগে যা ছিল ১৫.৬ ডলার। রপ্তানী খাতে শীর্ষস্থান ধরে রেখেছে গার্মেন্টস্ শিল্প, এর সাথে রয়েছে ঔষধ, চামড়া, সিরামিকস, হস্তশিল্প, যোগাযোগ প্রযুক্তি ইত্যাদি।

বৈদেশিক কর্মসংস্থানে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা

বিদেশ থেকে পাঠানো অভিবাসীদের বৈদেশিক আয় বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার আয়ের অন্যতম প্রধান উৎস। ২০১৭-২০১৮ সালে বাংলাদেশে অভিবাসীদের মাধ্যমে পাঠানো বৈদেশিক আয়ের পরিমাণ ১৪.৯৮ বিলিয়ন ডলার, ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে যা ছিল ৭.৯ বিলিয়ন ডলার। বর্তমানে প্রায় ১৬৫টি দেশে বাংলাদেশী শ্রমিকেরা কাজ করছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক মন্দা কিংবা মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার অস্থিতিশীলতা সত্ত্বেও এই সাফল্য এসেছে।

শান্তি রক্ষায় শীর্ষে বাংলাদেশ

জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা কার্যক্রমে বাংলাদেশ এক গর্বিত অংশীদার। স্বাধীনতার ৫০ বছরে বাংলাদেশের অন্যতম সেরা অর্জন জাতিসংঘ মিশনে শান্তিরক্ষী প্রেরণকারী দেশ হিসেবে শীর্ষ অবস্থানটি ধরে রাখা। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে বাংলাদেশী শান্তিরক্ষীদের জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর মজ্জা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। একসময় যেসব দেশের সাধারণ মানুষ 'বাংলাদেশ' শব্দটির সঙ্গেই পরিচিত ছিল না, সেসব দেশে বাংলাদেশ হয়ে উঠেছে অতি প্রিয় একটি নাম।

২০২০ সালের আগস্ট মাস থেকে বাংলাদেশ এক্ষেত্রে তার শীর্ষ অবস্থান ধরে রাখে। এর আগের মাসগুলো এবং অন্যান্য বছরেও বাংলাদেশ কখনো প্রথম আবার কখনো দ্বিতীয় অবস্থান ধরে রাখতে সক্ষম হয়। ২০১১ সালের জানুয়ারী থেকে ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসের শেষ দিন পর্যন্ত ২৮ মাসের মধ্যে ২০ মাসই বাংলাদেশ শীর্ষে ছিল।

শিক্ষা ও ক্রীড়া অঙ্গনে বাংলাদেশ

সম্প্রতি ২০২১ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত ৪৪তম আন্তর্জাতিক কলেজিয়েট প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় এশিয়া পশ্চিমাঞ্চলে প্রথম স্থান অধিকার করেছে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট)। এছাড়াও ২০১৮ সালে রোমানিয়ায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াডে আহমেদ জাওয়াদ চৌধুরী দেশের জন্য প্রথম স্বর্ণপদক অর্জন করেছিলেন। এছাড়াও ক্রীড়াঙ্গনেও বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এবং এ দলের সদস্যরা একটি শক্ত অবস্থান করে নিয়েছে বিশ্বমঞ্চে।

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি সংক্রান্ত কমিটি (সিডিপি) গত ১৫ মার্চ এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেন। এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানব সম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকের যে কোন দুটি অর্জনের শর্ত থাকলেও বাংলাদেশ তিনটি সূচকের মানদণ্ডে উন্নীত হয়েছে।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলর (ইকোসক) মানদণ্ড অনুযায়ী এক্ষেত্রে একটি দেশের মাথপিছু আয় হতে হবে কমপক্ষে ১২৩০ মার্নিন ডলার, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় তার থেকে অনেক বেশী অর্থাৎ ১৬১০ মার্কিন ডলার। মানব সম্পদ সূচকে ৬৬ প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশ অর্জন করেছে ৭২ দশমিক ৯। অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক হতে হবে ৩২ ভাগ বা এর কম যেখানে বাংলাদেশের রয়েছে ২৪ দশমিক ৮ ভাগ।

বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় উঠে আসে জন্মের ৫০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে দ্রুতগতিসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মতো সফলতা। বিশ্বমঞ্চে এমন অসংখ্য অর্জন রয়েছে গত ৫০ বছরের বাংলাদেশের।

দক্ষিণ এশিয়া তথা বর্তমান বিশ্বে বাংলাদেশ একটি বিশেষ গুরুত্বপুর্ণ নাম। আঞ্চলিক তথা আন্তর্জাতিক কোন ক্ষেত্রেই বর্তমানকালে আর বাংলাদেশের গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। এই আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক গুরুত্বের পিছনে নিহিত রয়েছে বিশেষ কিছু কারণ। সেই কারণগুলোই বর্তমান যুগে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে বাংলাদেশের সার্বিক গুরুত্বকে সফলভাবে উর্ধ্বে তুলে ধরতে সমর্থ হয়েছে।

যে উন্নতির পথে বাংলাদেশ আজ পা বাড়িয়েছে, সব স্বাভাবিক থাকলে সেই পথ থেকে বাংলাদেশকে সরিয়ে দেওয়া অসম্ভব। সে কারণে নিশ্চিতভাবেই আশা করা যায় যে সময়ের সাথে সাথে আঞ্চলিক তথা বিশ্ব রাজনীতি, সমাজ তথা অর্থনীতিতে বাংলাদেশের গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।

সুতরাং বাংলাদেশ যদি নিজের এই বিপুল জনসংখ্যাকে ইতিবাচক উপায়ে জাতীয় উন্নতিতে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়, তবে অচিরেই এশিয়ার বুকে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হবে।

Honors Category Essays (English)

Analyze the changing role of Bangladesh on the world stage in the last 50 years

First place

Nafisa Sadia Sultana

Dhaka University

Second place

G.M. Sifat Iqbal

Metropolitan University, Sylhet

Nafisa Sadia Sultana

Dhaka University

After decades of British and Pakistani colonial exploitation, Bangladesh inherited a poverty-stricken broken economy. From 'a basket case', it has risen like a robust Phoenix of Greek Mythology.The country has set astonishing examples for the world in moving forward overcoming endless hurdles.For the last 50 years, Bangladesh has managed to set commendable achievements in the world, in spite of beginning its journey amid severe catastrophe.

Bangladesh started its journey with a budget of only 786 crore whereas the current proposed budget is 6,036,810 million BDT,being 7680 times higher than the first one. Setting an overwhelming example for the world, Bangladesh has overcome the catastrophic challenge and earned the eligibility to upgrade from Least Developed Country (LDC) by 2026.The country has met all the three eligibility criteria for LDC graduation involving income per capita, human assets, and economic and environmental vulnerability.

When the whole world was facing economic downfall in 2020, Bangladesh managed a 5.24% growth.In FY'2021, its average per capita income stood at $2,227, higher than India's $1,947.Bangladesh has ranked 24th out of 53 economies in the world and the economic performance of the country amid the pandemic has been recognised by the Bloomberg's COVID-19 resilience ranking. The government's mass vaccination programme and success in vaccine diplomacy have marked its headway.According to Bangladesh Health Minister Zahid Maleque,

"So far, 9 crore vaccine doses have been administered and the government aims to administer 6 crore more doses by January next year".Moreover, homegrown vaccine of Bangladesh Bangavax has received permission to start human trials.

Bangladesh has set an outstanding example for the world by utilizing its large manpower.Seven million Bangladeshi expatriate labour force is dispersed all over the world, particularly in different countries in the Middle East, North Africa and Southeast Asia. Though the country was facing decline in remittance inflow at the beginning of the Covid-19 pandemic, it has managed to overcome the hurdles with time.Making itself the eighth largest remittance earner in the year, Bangladesh ensured increment of 39% remittance inflow to $20 billion in the July-April period of the fiscal year 2020-21 than the previous year.

According to the recent provisional data released by the Export Promotion Bureau,the Readymade Garments Exports from Bangladesh has increased by 11.48% than the previous fiscal year.The real marvel lies in the fact that with apparel export earnings of $15.91 billion, Bangladesh reclaimed its second position as RMG products exporters from Vietnam during the January-June period of 2021.(TextileToday,2021)The RMG sector of Bangladeshis in the good books of the international brands since it offers huge manpower and labor with lower price than other existing

countries. Besides, the country is improving the working conditions and environment of the RMG factories.Seven industrial units of Bangladesh have ranked among the top 10 on a list of the world's 25 most environment-friendly factories winning international applauds.

Moreover, Bangladesh has established a women centric workforce of 60-70% women ensuring women participation in economic activities and empowerment. Global Forum of Development and UN Women have recognised the Prime Minister of Bangladesh, Sheikh Hasina,with the "Agent of Change" award and "Planet 50-50 Champion" honor for the exemplary contribution of Bangladesh in women empowerment.

Bangladesh has alleviated poverty and taken social protection initiatives through good governance. The government has run successful Social Safety Net Programs itself and GO-NGO collaboration. Bangladesh made economic and social breakthrough by coming up with concept of microcredit.Nobel laureate Mohammad Yunus,nicknamed "the banker to the poor", is the pioneer of microcredit and founded Grameen Bank (community development) in 1977 in order to facilitate access to capital among disadvantaged sections of Bangladesh's population. The fact that the poor can be given loan from a bank was alien to the world until Mohammad Yunus came up with his innovation.Bangladesh's microcredit framework has been replicated in numerous developing and underdeveloped countries.

Among the 8 targets of MDG(Millenium Development Goals),Bangladesh has successfully achieved 6 goals.Bangladesh received the UN award for its remarkable achievements in attaining the Millennium Development Goals (MDGs) particularly in reducing child mortality.With the success of MDG, the country has started its journey towards Sustainable Development Goal with 17 integrated targets with an aim to bring life-changing 'zeros',including zero poverty, hunger, AIDS and discrimination against women and girls.

Having deployed a total of 6,731 peacekeepers to the UN peacekeeping operations, Bangladesh is the top country in sending troops in the United Nations' peacekeeping missions.So far, 1,63,887 peacekeepers from Bangladesh have participated in the 54 missions out of the total 69 UN peace missions in 40 different countries.In 2017, Bangladesh sent two female combat pilots to the UN mission in the Democratic Republic of the Congo (MONUSCO) – Flight Lieutenant Nayma Haque and Flight Lieutenant Tamanna-E-Lutfi. Moreover,MINUSTAH,an all-female Bangladeshi Formed Police Unit served with the UN mission from 2015 until October 2017 in Haiti.Recognising Bangladeshi peacekeeper, South Sudan has built ' Bangladesh Road' in its capital Juba.

In an era when many rich nations have tried to stop the entry of Rohingya refugees, Bangladesh opened its border for 7 lakhs refugees in 2017.The Prime Minister of Bangladesh Sheikh Hasina welcomed the Rohingya refugees remarking, " We have the ability to fee d 160 million people of Bangladesh and we have enough food security to feed the 700,000 refugees" The Prime Minister has received two international awards, the IPS International Achievement Award and the 2018

Special Distinction Award for Leadership, for the humanitarian and responsible policy of Bangladesh in hosting the Rohingyas and taking active action in the international refugee crisis.

Bangladesh has achieved historic success by resolving the longstanding border dispute with India, establishing successful geopolitics and diplomacy. By means of the 2015 Land Boundary Agreement (LBA),the 51 Bangladeshi enclaves(chitmahals) in India and 111 Indian enclaves in

Bangladesh stood physically transferred to the other country with effect from the midnight of 31 July 2015, bringing joy and civil rights to the people of the enclaves.

Bangladesh also achieved tremendous success when the longstanding maritime dispute between Bangladesh and Myanmar came to an end after the International Tribunal for the Law of the Sea gave its final verdict on 14 March 2012.The tribunal also awarded Bangladesh a 12-mile territorial sea around St. Martin's Island, overruling Myanmar's argument that it should be divided in half.The procedure began back in October 2009 when Bangladesh eventually brought the issue before the international tribunal, having exhausted attempts to reach a bilateral agreement, causing Bangladesh revered victor.(EastAsiaForum,2012)

Apart from geopolitics,the country is also commendable recognitions worldwide for its role in innovation and technology.Bangladesh has won the world's most prestigious award "World Summit on Information Society (WSIS) Prize-2018" in ICT sector for fifth time in a row for two innovative projects of a2i.Moreover,the 'EkSheba' platform of a2i has won the Award of Merit at the 18th prestigious Asia Pacific ICT Alliance APICTA Award 2018, binging glory for the country's commendable advancement.

While developed countries have spent millions of dollars in research to prevent the rampant use of polythene and plastic in order to protect the environment, Bangladeshi scientist Dr. Mubarak Ahmad Khan's innovation - Sonali Bag- has taken the world by storm. Bangladesh has facilitated the campaign against climate change to the next level with its invention of 100 percent biodegradable and eco-friendly Sonali Bags as the substitute for polythene bags.

The country has also overwhelmed the world since Bangladeshi scientist Maqsudul Alam, a professor of the University of Hawaii, who earlier decoded the genome of papaya in the US and rubber plant in Malaysia, led from the forefront in sequencing the jute genome.This gene sequencing helped the the researchers to improve the fibre length and quality, including colours and strength; and to develop high yielding of jute.

Bangladesh has ensured exemplary achievements in creating a gender inclusive nation.On the one hand,it has women gold medalists,karateists Marzan Akter Priya and Humaira Akhter Antara, bringing immense glory for the country in the 13th South Asian Games in Kathmandu in 2019.On the other, Tashnuva Anan Shishir, first-ever transgender woman news presenter on a television channel in Bangadesh, is recieving worldwide recognitions.

The journey of Bangladesh for the past 50 years from its birth may seem like a great mythological story where the Phoenix rises from the ashes being stronger and greater.Bangladesh is the country which was born with the annihilation of its greatest intellectual minds.The nation suffered immensely for the barbaric massacre of 14th December 1971 yet it managed to achieve prosperity and glory on the international stage.These achievements of Bangladesh depicts the tremendous potential and willpower of the nation, inspiring other countries of the world for upcoming development.

References:

1. (2021,November 30).Bangladesh regains 1st place in UN peacekeeping mission.The Business Standard.
2. (2021,May 8).Remittance inflow to Bangladesh accounted for 6.6% of GDP in 2020.Dhaka Tribune.
3. (2015,July 31).Exchange of enclaves between India and Bangladesh.Ministry of External Affairs Government of India.
4. (2012,March 27).A 'Great Win' for Bangladesh.The Daily Star.
5. (2012,April 26).Bangladesh and Myanmar resolve longstanding maritime dispute.EastAsiaForum.
6. (2020,October 6).As Bangladesh hosts over a million Rohingya refugees, a scholar explains what motivated the country to open up its borders.The Conversation.
7. (2018, December 27).Bangladesh bags nine international awards for digital innovations.The Financial Express.
8. (2021,November 30).Tashnuva gets featured in Time's 100 best photos of 2021.The Daily Star.
9. (2016, December 10).Success of Bangladesh's "Green Factories" in RMG sector.RMG Bangladesh.
10. (2021,August 23).Bangladesh Still 2nd Largest Exporter of RMG.TextileToday.

G.M. Sifat Iqbal

Metropolitan University, Sylhet

The People's Republic of Bangladesh has a very significant position on the world map. Bangladesh is the 8th largest country in population and one-third of Bangladeshis are youth between 15 and 35 years. This nation has a strong developmental aspiration for this consequence of our aspiration we emancipate from two colonial rule between in a near 23 years. At present in the world geopolitical scenario Bay of Bengal is a highly sensitive location, and the shore of Bangladesh is one of the prime entrances in the Bay of Bengal. If we draw a 2000-mile circle to make Bangladesh an epicentre, that circle cover the total far-east Asian country, central Asia and the middle east. That circle would be a symbol of the geopolitical significance of Bangladesh.

Bangladesh became independent in 1971 that decade was an important decade of the cold war period. Mujibnagar Government officials played a vital role during our liberation war to balance the power leverage in that bipolar world. Although the United States government did not support our Liberation War, Mujibnagar Government was able to send an Ambassador-at-Large and a Special Envoy to the United States. This approach helped to build people and political perception of the United States in the favour of Bangladesh. Abu Sayeed Chowdhury was a key personality in the Mujibnagar government, at that time his tremendous effort to promote our liberation war necessity was a very remarkable step for changing the perception of the world community about our independence. The Pakistanis invading forces want to show our liberational struggle as a separatist movement to the world. The establishment of Bangladesh was not an easy task, that took nine months of blood shedding war and a highly sophisticated diplomatic action. And both factors make Bangladesh is a reality.

After the liberation war, Bangladesh faced a big challenge in gaining state recognition from the world The then government played an important role in expediting the recognition process under the direct supervision of Bangabandhu

Sheikh Mujibur Rahman. The dream of the father of our nation was to build Bangladesh as a Switzerland of Asia. The Bangabandhu government was able to get the recognition of about 116 countries in near 3 years. Recognition from Pakistan is also an important diplomatic achievement of that government. Bangabandhu government also successfully convinced Indian authorities to withdraw their armed forces very soon after independence. This process started on 13th March 1972.

Not only gaining recognition from different governments, but also Bangladesh was able to get membership from different international organizations such as the Organization of Islamic Cooperation, Non-Aligned Movement. But to become a member of the United Nations (UN) was a little bit difficult for Bangladesh because of the negative perception of the United States and

China about our liberation war. Those two countries put Bangladesh in very much tension to get membership in the United Nations. Moreover, China gave its first veto after joining the United Nations was against Bangladesh.

During the Pakistani colonial rule, the then Pakistani authorities signed an agreement between the Central Treaty Organization (CENTO) and the Southeast Asia Treaty Organization (SEATO). As a result of the Southeast Asia Treaty Organization (SEATO) agreement, the United States took a strategic stand against Bangladesh's independence struggle. During the War of Liberation and in the post-independence period, the Bangladesh government increased its relations with the communist countries, including the Warsaw Pact (WTO). Apart from this, the Bangabandhu government joined the Non-Aligned Movement. During the reigns of Zia-Ur-Rahman and General Ershad, Bangladesh had international relations with the Western world, especially the NATO allies and the Arab world. Bangladesh has chosen this new international polarization to accelerate its economic growth and safeguard the national interest. Bangladesh played a prudent role during the polarized shift without any clashes or disputes.

In 1974, Bangladesh took the initiative to join the United Nations and demonstrated effective diplomacy. At the pre-arranged meeting of the Security Council in June 1974, Bangladesh became a member without any discussion. Which is certainly a significant milestone for Bangladesh on the world stage. Bangladesh finally became a member of the United Nations on 17th September 1974.

Bangladesh also plays a major role in regional cooperation in South Asia. The late President Zia-Ur-Rahman dreamed of a regional cooperation body like the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). Since the inception of the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), Bangladesh has sought to expand the standard of partnership in its participating countries. At present Bangladesh is actively participating in various regional cooperation organizations.

Bangladesh has been a major pillar of the United Nations Peace Support Operations (UNPSO) since 1988. But Bangabandhu sent a contingent of medical corps of the Bangladesh Army in 1974 to help Syrian people. Out of 22 current UN-sponsored missions, BD peacekeepers are deployed in 9 peacekeeping missions in 8 different countries. Bangladesh is one of the largest contributors to UN peacekeeping operations. Our peacekeepers not only support security issues but also provide medical and humanitarian assistance to vulnerable communities. Presently from Bangladesh Army, Navy and Air Force are deployed in 11 ongoing UNPKOs in 5 countries wherein UN peacekeepers total 6089. about 1,63,887 peacekeepers attend the United Nations Peace Support Operations. So far, 159 Bangladeshi peacekeepers have died in the line of duty. Our arms forces and police forces strive for world peace. Not only peacekeeping operation Bangladesh participated in the gulf war 1991. that war began to resist the invention and aggression of the Iraqi forces. About 2,300 security personnel, including two field ambulance crews, took part in the Gulf War, known as Operation Desert Storm.

Bangladesh has historical relations with India, our neighbouring country. But there are a number of uncomfortable bilateral issues between these two friendly countries, the enclave issue being one of them. India and Bangladesh were suffering from enclave problems in 1947. on 31st July

2015, both countries exchange their enclaves peacefully. under "2015 Land Boundary Agreement" play a historic role in advancing the exchange of 111 enclaves (17,160.63 acres) from India to Bangladesh and reciprocatively, the latter transferred 51 enclaves (7,110.02 acres) to India. In addition, the choice of citizenship in either country was offered by states to enclave residents. this historical agreement ends the indescribable suffering of that neglected enclave's community. this initiative also ensures better border security for Bangladesh.

For the past fifty years, Bangladesh has always maintained good relations with other countries of the world except for some racist and oppressive countries. Our diplomacy is always governed by Article 25 of our Constitution. Bangladesh not only believes in the motto of its foreign policy "Friendship towards all, malice towards none", but has always put this motto into practice.

In the last fifty years, Bangladesh has never faced any major security threat or political tension. Myanmar has recently created an uncomfortable situation for Bangladesh by forcibly displacing its citizens known as Rohingya. But Bangladesh is trying its best to resolve this issue peacefully.

In the last fifty years, Bangladesh has established itself as a nation despite facing many dangers and adversities. And has earned respect from other nations and associations around the world. Bangladesh wants to become the new emerging tiger of Asia. This country has a lot of resources, especially human resources. I am especially interested to see how Bangladesh will play on the world stage in the next 50 years.

Intermediate Category Essays (Bangla)

৫০ বছরে বাংলাদেশের অর্জন

প্রথম স্থান

আহনাফ হাসান

দ্বাদশ শ্রেণী

নিয়ামতপুর সরকারি কলেজ, নওগাঁ

দ্বিতীয় স্থান

অয়ন চক্রবর্তী

একাদশ শ্রেণী

অমৃতলাল দে কলেজ, বরিশাল

তৃতীয় স্থান

অর্ঘ্য দত্ত

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী

নটর ডেম কলেজ

আহনাফ হাসান

নিয়ামতপুর সরকারি কলেজ, নওগাঁ

অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ

বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ ঘটেছে। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন নীতি সংক্রান্ত কমিটি (সিডিপি) গত ১৫ মার্চ এলডিসি থেকে বাংলাদেশের উত্তরণের যোগ্যতা অর্জনের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়। এলডিসি ক্যাটাগরি থেকে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়, মানব সম্পদ সূচক এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক এ তিনটি সূচকের যে কোন দুটি অর্জনের শর্ত থাকলেও বাংলাদেশ তিনটি সূচকের মানদন্ডেই উন্নীত হয়েছে।

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাউন্সিলের (ইকোসক) মানদন্ড অনুযায়ী এক্ষেত্রে একটি দেশের মাথাপিছু আয় হতে হবে কমপক্ষে ১২৩০ মার্কিন ডলার, বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় তার থেকে অনেক বেশি অর্থাৎ ১৬১০ মার্কিন ডলার। মানবসম্পদ সূচকে ৬৬ প্রয়োজন হলেও বাংলাদেশ অর্জন করেছে ৭২ দশমিক ৯। অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক হতে হবে ৩২ ভাগ বা এর কম যেখানে বাংলাদেশের রয়েছে ২৪ দশমিক ৮ ভাগ।

'যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ থেকে আজকের এই উত্তরণ - যেখানে রয়েছে এক বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়ার ইতিহাস' সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের এটি একটি বড় অর্জন। এটি সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে বাংলাদেশের সাহসী এবং অগ্রগতিশীল উন্নয়ন কৌশল গ্রহণের ফলে যা সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, কাঠামোগত রূপান্তর ও উল্লেখযোগ্য সামাজিক অগ্রগতির মাধ্যমে বাংলাদেশকে দ্রুত উন্নয়নের পথে নিয়ে এসেছে।

বাংলাদেশ ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় উঠে আসে জন্মের ৫০ বছরেরও কম সময়ের মধ্যে কীভাবে বাংলাদেশ দ্রুতগতিসম্পন্ন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণের মতো সফলতা দেখাতে যাচ্ছে। উঠে আসে জাতির পিতা কীভাবে সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতার জন্য একতাবদ্ধ করেছিলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত একটি দেশ থেকে কীভাবে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলায় পরিণত হতে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্ব, দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা, এমডিজি অর্জন, এসডিজি বাস্তবায়নসহ শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লিঙ্গ সমতা, কৃষি, দারিদ্র্যসীমা হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধি, রপ্তানীমূখী শিল্পায়ন, ১০০টি বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল, পোশাক শিল্প, ঔষধ শিল্প, রপ্তানী আয় বৃদ্ধিসহ নানা অর্থনৈতিক সূচক। পদ্মা সেতু, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, পায়রা গভীর সমুদ্র বন্দর, ঢাকা মেট্রোরেলসহ দেশের মেগা প্রকল্পসমূহ। এতে প্রদর্শন করা হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদাত্ত আহ্বান, 'আসুন দলমত নির্বিশেষে সকলে ঐক্যবদ্ধভাবে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি উন্নত, সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

বাংলাদেশের অর্জন

ক্ষুদ্র আয়তনের একটি উন্নয়নশীল দেশ হয়েও বাংলাদেশ ইতোমধ্যে সারা বিশ্বের নিকট প্রাকৃতিক দুর্যোগের নিবিড়

সমন্বিত ব্যবস্থাপনা, ক্ষুদ্র ঋণের ব্যবহার এবং দারিদ্র্য দূরীকরণে তার ভূমিকা, জনবহুল দেশে নির্বাচন পরিচালনায় স্বচ্ছ ও সুষ্ঠুতা আনায়ন, বৃক্ষরোপণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সূচকের ইতিবাচক পরিবর্তন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে জন্ম নেওয়া এই বাংলাদেশকে আজকের অবস্থানে আসতে অতিক্রম করতে হয়েছে হাজারও প্রতিবন্ধকতা। যুদ্ধ বিধ্বস্ত, প্রায় সর্বক্ষেত্রে অবকাঠামোবিহীন সেদিনের সেই সদ্যজাত জাতির ৪৩ বছরের অর্জনের পরিসংখ্যানও নিতান্ত অপ্রতুল নয়। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রার ৮টি লক্ষ্যের মধ্যে শিক্ষা, শিশু মৃত্যুহার কমানো এবং দারিদ্র্য হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য উন্নতি প্রদর্শন করতে সক্ষম হয়েছে। নোবেল বিজয়ী ভারতীয় অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনের করা মন্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য। তাঁর মতে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশ্বকে চমকে দেবার মতো সাফল্য আছে বাংলাদেশের। বিশেষত শিক্ষা সুবিধা, নারীর ক্ষমতায়ন, মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার ও জন্মহার কমানো, গরিব মানুষের জন্য শৌচাগার ও স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান এবং শিশুদের টিকাদান কার্যক্রম অন্যতম। নারী উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে এসেছে।

ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠন

ডিজিটাল বাংলাদেশের স্বপ্নকে বাস্তবতায় রূপ দিতে বাংলাদেশ সরকার নিয়েছে যুগান্তকারী সব পদক্ষেপ। দেশের তৃণমূল পর্যায়ে প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে সরকারি সেবা পৌঁছে দেবার অভিপ্রায়ে দেশের ৪৫৫০টি ইউনিয়ন পরিষদে স্থাপন করা হয়েছে ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার। তৈরি করা হয়েছে বিশ্বের অন্যতম বিশাল ন্যাশনাল ওয়েব পোর্টাল। কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে শুরু করে ইউনিয়ন পর্যায় পর্যন্ত এ পোর্টালের সংখ্যা প্রায় ২৫০০০। দেশের সবক'টি উপজেলাকে আনা হয়েছে ইন্টারনেটের আওতায়। টেলিযোগাযোগের ক্ষেত্রে নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে বর্তমানে বাংলাদেশে মোবাইল গ্রাহকের সংখ্যা ১২ কোটি ৩৭ লক্ষ এবং ইন্টারনেট গ্রাহকের সংখ্যা ৪ কোটি ৪৬ লক্ষে উন্নীত হয়েছে। সেবা প্রদান প্রক্রিয়া সহজ ও স্বচ্ছ করতে চালু করা হয়েছে ই-পেমেন্ট ও মোবাইল ব্যাংকিং। সরকারী ক্রয় প্রক্রিয়া অনলাইনে সম্পাদন করার বিষয়টিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেওয়া হয়েছে। ৩-জি প্রযুক্তির মোবাইল নেটওয়ার্কের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

শিক্ষাখাতে অর্জন

শিক্ষাকে সর্বস্তরে ছড়িয়ে দেবার জন্য বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ সমূহের মধ্যে অন্যতম হলো- শতভাগ ছাত্রছাত্রীর মাঝে বিনামূল্যে বই বিতরণ কার্যক্রম। নারী শিক্ষাকে এগিয়ে নেবার জন্য প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি ব্যবস্থা। বর্তমান ২৬ হাজার ১৯৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে নতুন করে জাতীয়করণ করেছে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিক্ষকের চাকরি সরকারীকরণ করা হয়েছে। ১৯৯০ সালে বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া শিশুর শতকরা হার ছিল ৬১, বর্তমানে তা উন্নীত হয়েছে শতকরা ৯৭.৭ ভাগে। শিক্ষার সুবিধাবঞ্চিত গরিব ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে, গঠন করা হয়েছে "শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট"।

স্বাস্থ্যসেবায় সাফল্য

শিশুদের টিকাদান কর্মসূচির সাফল্যের জন্য এক্ষেত্রে বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম আদর্শ দেশ হিসেবে তার স্থান করে নিয়েছে। স্বাস্থ্যখাতকে যুগোপযোগী করতে প্রণয়ন করা হয়েছে "জাতীয় স্বাস্থ্য নীতিমালা-২০১১"। তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র মানুষদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে গড়ে তোলা হয়েছে ১২ হাজার ৭৭৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক। ৩১২টি উপজেলা হাসপাতালকে উন্নীত করা হয়েছে ৫০ শয্যায়। মেডিকেল কলেজ ও জেলা হাসপতালগুলোতে ২ হাজার শয্যা

সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। মাতৃ ও শিশু মৃত্যুহার এবং জন্মহার হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। ১৯৯০ সালে নবজাতক মৃত্যুর হার ১৪৯ থেকে নেমে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ৫৩তে। স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেবার লক্ষ্যকে সামনে রেখে নির্মাণ করা হয়েছে নতুন ১২টি মেডিকেল কলেজ, নিয়োগ দেওয়া হয়েছে ৪৭ হাজারেরও বেশি জনশক্তি।

নারী ও শিশু উন্নয়নে অর্জন

নারীর সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১"। নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করতে প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত চালু করা হয়েছে উপবৃত্তি কার্যক্রম। সমাজের প্রতিটি স্তরে নারী অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করতে গৃহীত হয়েছে নানামুখী পদক্ষেপ। প্রযুক্তি জগতে নারীদের প্রবেশকে সহজ করতে ইউনিয়ন ডিজিটাল কেন্দ্রের মতো ইউনিয়ন ভিত্তিক তথ্যসেবায় উদ্যোক্তা হিসেবে একজন পুরুষের পাশাপাশি নিয়োগ দেওয়া হয়েছে একজন নারী উদ্যোক্তাকেও। "জাতীয় শিশু নীতি-২০১১" প্রণয়নের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়েছে শিশুদের সার্বিক অধিকারকে। দেশের ৪০টি জেলার সদর হাসপাতাল এবং ২০টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্সে স্থাপন করা হয়েছে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল। দুঃস্থ, এতিম, অসহায় পথ-শিশুদের সার্বিক বিকাশের জন্য স্থাপন করা হয়েছে ১৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের নারী ও শিশুর উন্নয়নে ভূমিকা রাখার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ভূষিত করা হয়েছে জাতিসংঘের সাউথ সাউথ এওয়ার্ডে।

নারীর ক্ষমতায়নে অর্জন

নারী বঞ্চনার তিক্ত অতীত পেরিয়ে বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়নে অনেকদূর এগিয়েছে। পোশাক শিল্পে বাংলাদেশ এখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহৎ দেশ। আর এই শিল্পের সিংহভাগ কর্মী হচ্ছে নারী। ক্ষুদ্রঋণ বাংলাদেশে গ্রামীণ উন্নয়নে ও নারীর ক্ষমতায়নে অভূতপূর্ব অবদান রেখেছে। আর ক্ষুদ্রঋণ গ্রহীতাদের মধ্যে ৮০% এর উপর নারী। বাংলাদেশ সরকার নানাভাবে নারী উদ্যোক্তাদের অনুপ্রেরণা দিয়ে এসেছে।

কৃষিতে কৃতিত্ব এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন

কৃষিখাতে অভূতপূর্ব কিছু সাফল্যের জন্য বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশ বারবার আলোচিত হয়েছে। প্রায় ১৬ কোটি জনগোষ্ঠীর বাংলাদেশ বর্তমানে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিগত বছরগুলোতে বাংলাদেশে ধানের উৎপাদন বেড়েছে প্রায় ৫০ লক্ষ মেট্রিক টন। প্রধানমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রীর সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের বিজ্ঞানী ড. মাকসুদুল আলম আবিষ্কার করেছেন পাটের জিনোম সিকুয়েন্সিং। সারা বিশ্বে আজ পর্যন্ত মাত্র ১৭টি উদ্ভিদের জিনোম সিকুয়েন্সিং হয়েছে, তার মধ্যে ড. মাকসুদ করেছেন ৩টা। তাঁর এই অনন্য অর্জন বাংলাদেশের মানুষকে করেছে গর্বিত।

প্রবাসী শ্রমিকদের উন্নয়নে অর্জন

বর্তমানে বিশ্বের ১৫৭টি দেশে বাংলাদেশের ৮৬ লক্ষেরও অধিক শ্রমিক কর্মরত আছে। বিদেশে শ্রমিক প্রেরণ প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশ স্থাপন করেছে অনন্য দৃষ্টান্ত। স্বল্প সুদে অভিবাসন ঋণ প্রদানের লক্ষ্যে প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক স্থাপন করে দেশের ৭টি বিভাগীয় শহরে এর শাখা স্থাপন করা হয়েছে। এই ব্যাংকের মাধ্যমে এপ্রিল ২০১৪ পর্যন্ত ২০ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অভিবাসন ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে সারাদেশে তৃণমূল পর্যায় থেকে বিদেশ গমনেচ্ছু জনগণকে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছে ফলে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণকেও এ সেবা গ্রহণের আওতায়

আনা সম্ভব হয়েছে এবং মধ্যস্বত্বভোগীদের মাধ্যমে হয়রানি ছাড়াই স্বল্প ব্যয়ে মালয়েশিয়াসহ অন্যান্য দেশগুলোতে শ্রমিকগণ যেতে পেরেছে।

জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বাংলাদেশ

১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শান্তি মিশনে যোগদানের পর এ পর্যন্ত বিশ্বের ৩৯টি দেশের ৬৪ শান্তি মিশনে খ্যাতি ও সফলতার সাথে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এ যাবৎকালে জাতিসংঘ শান্তি মিশনে বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ১১৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান সর্বাগ্রে।

বিদ্যুৎ খাতে সাফল্য

বিদ্যুৎখাতে বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য অর্জনের মধ্যে রয়েছে জাতীয় গ্রিডে অতিরিক্ত ৬ হাজার ৩২৩ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সংযোজন, যার ফলে বিদ্যুতের সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৪৭ শতাংশ থেকে ৬২ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একই সাথে মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ২২০ কিলোওয়াট ঘণ্টা থেকে বেড়ে ৩৪৮ কিলোওয়াট ঘণ্টায় দাঁড়িয়েছে। নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হয়েছে ৩৫ লক্ষ গ্রাহককে। নির্মাণ করা হয়েছে নতুন ৬৫টি বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

শিল্প ও বাণিজ্য খাতে অর্জন

বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের পাশাপাশি প্রসার ঘটেছে আবাসন, জাহাজ, ওষুধ, ও প্রক্রিয়াজাতকরণ খাদ্য শিল্পের। বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের তালিকায় যোগ হয়েছে জাহাজ, ওষুধ এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্যসামগ্রী। বাংলাদেশের আইটি শিল্প বহির্বিশ্বে অভূতপূর্ব সুনাম কুড়িয়েছে। সম্প্রতি ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে বাংলাদেশের আইটি শিল্প ১০ কোটি মার্কিন ডলার রপ্তানি আয় ছাড়িয়ে গেছে।

সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাংলাদেশের অর্জন

হতদরিদ্রদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি বিস্তৃত করতে বয়স্ক, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্ত ও দুঃস্থ মহিলা ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা, মাতৃকালীন ভাতাসহ ভাতার হার ও আওতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে। ২০০৮-২০০৯ সালে এই খাতে মোট বরাদ্দ ছিল ১৩ হাজার ৮৪৫ কোটি টাকা, বর্তমানে এ কার্যক্রমে বরাদ্দের পরিমাণ ২৫ হাজার ৩৭১ কোটি টাকা। খানা আয়-ব্যয় জরিপ, ২০১০ এর সমীক্ষায় দেখা গেছে মোট জনসংখ্যার প্রায় ২৪.৫% সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতাভুক্ত হয়েছে।

ভূমি ব্যবস্থাপনায় অর্জন

ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিকায়ন করতে ৫৫টি জেলায় বিদ্যমান মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান কম্পিউটারাইজেশনের কাজ সম্পন্ন করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। ভূমির পরিকল্পিত ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে মোট ২১টি জেলার ১৫২টি উপজেলায় ডিজিটাল ল্যান্ড জোনিং ম্যাপ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত হয়েছে "কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন, ২০১২।

মন্দা মোকাবেলায় সাফল্য

মন্দার প্রকোপে বৈশ্বিক অর্থনীতি যখন বিপর্যস্ত ছিল বাংলাদেশ তখন বিভিন্ন উপযুক্ত প্রণোদনা প্যাকেজ ও নীতি

সহায়তার মাধ্যমে মন্দা মোকাবেলায় সক্ষমই শুধু হয়নি, জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার গড়ে ৬ শতাংশের বেশি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির শ্লথ ধারার বিপরীতে আমদানি-রপ্তানি খাতে প্রবৃদ্ধি বাড়ার পাশাপাশি বেড়েছে রেমিট্যান্সের পরিমাণ। ঋণ পরিশোধে সক্ষমতার মানদণ্ডে ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও ভিয়েতনামের সমকক্ষতা অর্জিত হয়েছে।

অয়ন চক্রবর্তী

অমৃতলাল দে কলেজ, বরিশাল

উপক্রমণিকা

বাঙালি জাতি মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার্থে প্রাণোৎসর্গ করেছে নির্দ্বিধায়, বাঙালি জাতি মাতৃভূমিকে পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করতে রক্ত দিয়েছে অকাতরে, অথচ সেই অদম্য বাঙালির বাংলাদেশকেই একসময় 'তলাবিহীন ঝুঁড়ি' বলে তাচ্ছিল্য করেছিল নিন্দুকরা! শত আঁধারের শৃঙ্খল ভেঙে সেই বাংলাদেশই আজ পরিণত হয়েছে সমগ্র বিশ্বের 'উন্নয়ন বিস্ময়'-এ। বাঙালির প্রাণপুরুষ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শকে আঁকড়ে ধরে কণ্টকাকীর্ণ পথ পেরিয়ে বাংলাদেশ এখন মধ্যম আয়ের দেশ ; আগামী দুই দশকের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার পথে দুর্দমনীয় যাত্রায় রত হয়েছে বাংলাদেশ।

অজস্র অর্জনে সমৃদ্ধ আমাদের বাংলাদেশ

বাঙালির ত্রাণকর্তা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে অসমসাহসী বাঙালি জাতি ত্রিশ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে ছিনিয়ে আনে চিরকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। তারপর কেটে গেছে পঞ্চাশটি বছর, কতশত চড়াই-উতরাইয়ের সাক্ষী হয়েছে এই বঙ্গভূমি! ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পূর্বে বঙ্গবন্ধু তাঁর পাহারায় নিয়োজিত পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তা রাজা আনার খানকে দয়স্তয়ভস্কির উপন্যাস "Crime and Punishment" উপহার দিয়ে বইয়ের পাতায় লিখে দিয়েছিলেন, "In the long war between the falsehood and the truth, falsehood wins the first battle and truth the last"। প্রাজ্ঞ বঙ্গবন্ধুর এই বাণী সত্য প্রতীয়মান হয় তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী কয়েক দশকের ঘটনাবলিতেও। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ইতিহাসের বরপুত্র বঙ্গবন্ধুর নির্মম জীবনাবসানের পর রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে বিকৃত করার ঘৃণ্য অপপ্রয়াস চালানো হয়েছে, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচার নিষিদ্ধ করার পাশাপাশি যুদ্ধাপরাধী ও বঙ্গবন্ধুর আত্মস্বীকৃত খুনিদের রাষ্ট্রীয়ভাবে পুরস্কৃত করা হয়েছে, পবিত্র সংবিধান বারংবার ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। কিন্তু সেই মিথ্যা ও পাপের রাজত্ব চিরস্থায়ী হয়নি। এক আকাশ তিমির ভেদ করে আবার মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী চেতনা রাষ্ট্রীয়ভাবে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর খুনি ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পথে যাবতীয় প্রতিবন্ধকতা অপসারণপূর্বক আইন মোতাবেক বিচার সম্পন্ন করে ইতিহাসের দায়মোচন করেছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্র পৌঁছে গেছে উন্নয়নের জাদুস্পর্শ ; বাংলাদেশ আজ পরিণত হয়েছে গোটা বিশ্বের রোল মডেলে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যথার্থ উপলব্ধি, "বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হলে অসাধ্য সাধন করতে পারে"; একতার মন্ত্রে দীক্ষিত বাঙালির হাত ধরে শত বাধা পেরিয়ে এভাবেই বঙ্গবন্ধুর অপূর্ণ স্বপড়ব বাস্তবায়নের পথে তিল তিল করে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ।

প্রমত্তা পদ্মার বুকে নিজস্ব অর্থায়নে ৬.১৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট পদ্মা সেতু নির্মাণ করে নিন্দুকদের সমুচিত জবাব দিয়েছে বাংলাদেশ। মহাকাশে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' স্থাপন করে মহাকাশের বুকে বাঙালির নীলকান্তমণি বঙ্গবন্ধুর নাম লিখেছে ডিজিটাল বাংলাদেশ। ২০২৩ সালের মধ্যে 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২' উৎক্ষেপণ ও ব্যবহার শুরু করবে

বাংলাদেশ। ২০২২ সালের মধ্যে বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল 'ঢাকা মেট্রোরেল' চলাচল শুরু করবে। দেশের প্রথম পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র' ২০২৩ সালের মধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন কার্য শুরু করবে। একসময়কার খাদ্য ঘাটতির দেশ বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ [১]। দেশের ৯৯.৯৯% মানুষ এখন বিদ্যুতের আলোয় আলোকিত [২]; গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণ উল্লেখযোগ্য হারে কমানোর লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে ২০৩০ সালের মধ্যে ৪১০০ মেগাওয়াটের বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্য হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ [৩]। দেশের মাথাপিছু আয় বর্তমানে ২ হাজার ৫৫৪ ডলার। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) বাস্তবায়নে অগ্রগতির শীর্ষ তিন দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এসডিজি অর্জনের পথে বাংলাদেশের অগ্রগতির স্বীকৃতিস্বরূপ 'এসডিজি প্রোগ্রেস অ্যাওয়ার্ড' পেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং ভূষিত হয়েছেন 'ক্রাউন জুয়েল' উপাধিতে। বর্তমানে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ৭৫.৬%। সেন্টার ফর ইকোনোমিক্স এন্ড বিজনেস রিসার্চ কর্তৃক প্রকাশিত 'ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক লিগ টেবিল ২০২১' প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৪১তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ এবং ২০৩৫ সালের মধ্যে বাংলাদেশ বিশ্বের ২৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে। বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয়ন এখন ৪৮.০৪ বিলিয়ন ডলার। গত ৫০ বছরে বাংলাদেশে শিশুমৃত্যুর হার ১৪১ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ২১-এ, অর্থাৎ শিশুমৃত্যুর হার কমেছে প্রায় ৮৫ শতাংশ [৪]। গত তিন দশকে মাতৃমৃত্যু হ্রাস পেয়েছে ৭০ শতাংশেরও বেশি [৫]। বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু বেড়ে হয়েছে ৭২.৮ বছর। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের 'গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ-২০২১' প্রতিবেদন অনুযায়ী, লিঙ্গ সমতা নিশ্চিতে টানা সপ্তমবারের মতো দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে প্রথম স্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের পাশাপাশি বিশেষ কর প্রণোদনার বিধানও প্রবর্তন করেছে সরকার। তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ ও মানবাধিকারকর্মীরা ভারতেও অনুরূপ উদ্যোগ নেয়ার দাবি জানিয়েছেন [৬]। করোনা মহামারি মোকাবিলায় বাংলাদেশ দেখিয়েছে অনন্যসাধারণ সাফল্য ; করোনা সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা, টিকাদান কর্মসূচি ও সামাজিক গতিশীলতার উপর ভিত্তি করে দৈনিক নিক্কি পত্রিকা কর্তৃক প্রণীত কোভিড-১৯ রিকভারি সূচক অনুযায়ী, করোনা ভাইরাসের ধাক্কা সামলে ঘুরে দাঁড়ানোর দিক থেকে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে এবং বিশ্বে ২৬তম অবস্থানে [৭]। দারিদ্র্য ও ক্ষুধা নির্মূল, নারীর ক্ষমতায়ন, লিঙ্গ সমতা, শিশু ও মাতৃমৃত্যু হার হ্রাস, শিশুদের টিকাদান কর্মসূচি এবং সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার দিক থেকে বাংলাদেশ আজ গোটা বিশ্বের অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। বাংলাদেশ সমগ্র বিশ্বকে শিখিয়েছে মানবতার নতুন মানে। বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে জনঘনত্বপূর্ণ দেশ হয়েও প্রায় ১ মিলিয়ন উদ্বাস্তু রোহিঙ্গার অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-চিকিৎসাসহ অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করেছে। প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ লড়াই করে যাচ্ছে

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজ মাতৃভূমি মিয়ানমারে নিরাপদ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করার জন্য। 'বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না' – এই সংকল্প নিয়ে মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে ৮ লাখ ৮২ হাজার ৩৩টি গৃহহীন পরিবারকে ঘর উপহার দিচ্ছে সরকার [৮]। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয় দৃপ্ত আশা ব্যক্ত করেছেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে সমগ্র বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশ [৯]। বাংলাদেশের অগ্রগতি বিশ্বের জন্য উদাহরণ বলে মন্তব্য করেছেন জাতিসংঘের ৭৫তম সাধারণ অধিবেশনের সভাপতি ভলকান বাজকার [১০]। সাফল্যের তুঙ্গে থাকা বাংলাদেশ এখন ২০৩১ সালের মধ্যে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হওয়ার স্বপ্নের পথে দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে।

তবুও আছে আক্ষেপের দীর্ঘশ্বাস

যে স্বপ্নগুলোকে আঁকড়ে ধরে জন্ম নিয়েছিল বাংলাদেশ, পঞ্চাশ বছরের পথ পরিক্রমায় তার মধ্যে অনেক স্বপ্ন বাস্তবে রূপান্তরিত হলেও বহু স্বপ্ন এখনো অধরাই রয়ে গেছে। নানা অসুন্দরের প্রকোপে এখনো ক্ষতবিক্ষত হয় অনিন্দ্যসুন্দর

বাংলাদেশের মানচিত্র। এতশত সাফল্যের পরেও তাই আছে আক্ষেপের দীর্ঘশ্বাস।

আইকিউএয়ার-এর সাম্প্রতিক প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, বায়ু দূষণে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান প্রথম। বায়ু দূষণের প্রভাবে বাংলাদেশে বছরে দুই লাখ মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা প্রকাশ করেছে 'এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন'। বায়ু দূষণের কারণে বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ু কমেছে প্রায় ৫ বছর ৪ মাস [১১]। গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'সানেম'-এর তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে বাংলাদেশের সার্বিক দারিদ্র্যের হার ৪২%। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও আর্থিক কারণে তিন কোটির বেশি মানুষ স্বাস্থ্যসেবা নেয়া থেকে বিরত থাকেন। মানবাধিকার সংস্থা 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র'-এর তথ্যমতে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর অবধি প্রথম নয় মাসে ১০৮৫ জন নারী ধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ১০১ জন নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এই নয় মাসে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হেফাজতে সারা দেশে ৪৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে সংস্থাটি। 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র'-এর তথ্যানুযায়ী, বছরের প্রথম নয় মাসে হত্যার শিকার হয়েছে ৪৭১ জন শিশু এবং শারীরিক ও যৌন নির্যাতনসহ নানাভাবে সহিংসতার শিকার হয়েছে ১১৬৫ জন শিশু। ২০১৩ সাল থেকে ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর ৩৬৭৯টি হামলা সংগঠিত হয়েছে বলে জানিয়েছে 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র'। ২০০৭ সাল থেকে ২০২১ সালের আগস্ট মাস অবধি দেশে মোট ৬১৪ জন গুমের শিকার হয়েছে বলে জানিয়েছে এই মানবাধিকার সংস্থাটি। প্ল্যান ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের 'চ্যালেঞ্জিং ফিয়ার অব ভায়োলেন্স' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জনসমাগমস্থলে ৮১.৬% নারী যৌন হয়রানি ও সহিংসতার শিকার হন, অথচ এসব ঘটনায় মামলা হচ্ছে মাত্র ২.৯%। বিদেশে বাংলাদেশি নারীদের নিরাপদ কর্মসংস্থান এখনো নিশ্চিত হয়নি ; বিদেশে বাংলাদেশি নারী শ্রমিকদের মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে এবং গত পাঁচ বছরে ৪৮৭ জন নারী শ্রমিকের মরদেহ দেশে ফিরেছে [১২]। স্বাধীনতার পর থেকে এই পর্যন্ত ১০ লাখেরও বেশি নারী ও শিশু বিদেশে পাচার হয়েছে [১৩]। ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল পরিচালিত 'দুর্নীতির ধারণা সূচক (সিপিআই) ২০২০' প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিশ্বের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১২তম। গত ১৬ বছরে বাংলাদেশ থেকে পাচার হয়েছে অন্তত ১১ লাখ কোটি টাকা [১৪]। আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদনমতে, উদার গণতন্ত্র সূচক এবং নির্বাচনভিত্তিক গণতন্ত্রের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান দুর্বল হচ্ছে [১৫]। ইউনিসেফের তথ্যানুযায়ী, জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাংলাদেশের ১ কোটি ২০ লাখের বেশি শিশুর জীবন ঝুঁকিতে রয়েছে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে অত্যন্ত উচ্চ ঝুঁকিতে থাকা ৬৫টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৫তম [১৬]। আন্তর্জাতিক সংস্থা 'নাম্বিও'-এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, নাগরিকদের জীবনমান বিবেচনায় ৮৩টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৮১তম। বাংলাদেশের প্রায় আড়াই কোটি মানুষ সুপেয় পানির অভাবে ভুগছে এবং সুপেয় পানির অভাবে প্রতিবছর পাঁচ বছরের কম বয়সী প্রায় পাঁচ হাজার শিশু মারা যাচ্ছে [১৭]। 'পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন'-এর গবেষণা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ভেজাল খাদ্য গ্রহণের কারণে দেশে প্রতিবছর কমপক্ষে ৩ লাখ মানুষ ক্যান্সার ও ২ লাখ মানুষ কিডনি রোগে আক্রান্ত হওয়ার পাশপাশি গর্ভবতী নারীরা ১৫ লাখ বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম দিচ্ছেন [১৮]। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও ইউনিসেফের তৈরি 'জয়েন্ট মনিটরিং প্রোগ্রাম–জেএমপি প্রতিবেদন ২০২১' অনুযায়ী, বাংলাদেশের ২২ শতাংশ মানুষ এখনো অনুন্নত শৌচাগার ব্যবহার করে। কাপেং ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত 'হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অব ইনডিজিনাস পিপলস অব বাংলাদেশ' জরিপের তথ্যমতে, ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ৫২ শতাংশ মানুষের সুপেয় পানি ও স্যানিটেশন সুবিধা নেই। ২০২০ সালের অক্টোবরে ইউনিসেফ কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদনের তথ্যানুযায়ী, বাল্যবিবাহের দিক থেকে বিশ্বে শীর্ষ দশ দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অষ্টম অবস্থানে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় প্রথম অবস্থানে। ব্র্যাকের জরিপে দেখা গেছে, করোনা মহামারির কারণে দেশে বাল্যবিবাহ আগের চেয়ে ১৩% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা গত ২৫ বছরে বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের সর্বোচ্চ হার। যানজটের কারণে শুধু ঢাকায় দিনে ৫০ লাখ কর্মঘণ্টা নষ্ট হচ্ছে, যার আর্থিক ক্ষতি বছরে প্রায় ৩৭ হাজার কোটি টাকা [১৯]। 'শিশু অধিকার বিষয়ক সংসদীয় ককাস' এবং 'সমাজকল্যাণ ও উন্নয়ন সংস্থা' কর্তৃক প্রকাশিত প্রবন্ধ অনুযায়ী, দেশে বর্তমানে মাদকসেবীর

সংখ্যা ৭০ থেকে ৭৫ লাখ এবং প্রতিবছর মাদকের পেছনে অপচয় হচ্ছে প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকা। বাংলাদেশে এখন অবধি ২৭ ধরণের মাদক পাওয়া গেছে [২০] ; এর মধ্যে শুধু ইয়াবাই প্রতিদিন বিক্রি হয় ২১০ কোটি টাকার! [২১]

উপসংহার

অদম্য বাঙালি বারংবার প্রমাণ করেছে তার দেশপ্রেম, আদর্শ ও শাশ্বত সংস্কৃতির শক্তি কতখানি! এই অপরাজেয় শক্তিকে সম্বল করেই বাংলাদেশ আজ সমৃদ্ধির মহাসড়কে; আর এই শক্তির উপর ভরসা করেই স্বপ্ন দেখি – আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পর শতবর্ষে বাংলাদেশের পদার্পণকে কেন্দ্র করে আবার যখন পর্যালোচনা হবে, তখন সেই আলোচনায় কেবল থাকবে বাংলাদেশের অনন্ত অর্জনের কথা, কোনো আক্ষেপের অনুশোচনায় বাঙালিকে আর মুখভার করতে হবে না। এই স্বপ্ন কেবল তখনই রূপান্তরিত হবে বাস্তবে, যখন স্বাধীনতার মহান স্থপতি বঙ্গবন্ধুর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রতিটি বাঙালি রূপান্তরিত হবে সোনার মানুষে।

তথ্যসূত্র

১) সরকারের বর্ষপূর্তি উপলক্ষ্যে তথ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত ক্রোড়পত্র, ৭ জানুয়ারি ২০২১।

২) "বিদ্যুতের আলোয় ৯৯.৯৯% মানুষ", 'যুগান্তর', ১৯ আগস্ট ২০২১।

৩)"২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানির লক্ষ্য ৪১০০ মেগাওয়াট", 'দ্য ডেইলি স্টার', ১ নভেম্বর ২০২১।

৪) "৫০ বছরে শিশুমৃত্যুর হার ৮৫% কমেছে", 'প্রথম আলো', ৭ এপ্রিল ২০২১।

৫) "আজ নিরাপদ মাতৃত্ব দিবস', 'আরটিভি', ২৮ মে ২০২১।

৬) "বাংলাদেশের মতো উদ্যোগ চান পশ্চিমবঙ্গের তৃতীয় লিঙ্গের মানুষেরা", 'ডয়েচে ভেলে', ৪ জুলাই ২০২১।

৭) "করোনা মোকাবিলায় দক্ষিণ এশিয়ায় শীর্ষে বাংলাদেশ", 'সমকাল', ১০ অক্টোবর ২০২১।

৮) "মুজিববর্ষের উপহারঃ ঘর পাবে ৮ লাখ ৮২ হাজার পরিবার", 'বাংলা ট্রিবিউন', ৭ অক্টোবর ২০২০।

৯) "চতুর্থ শিল্প বিপ্লবে নেতৃত্ব দেবে বাংলাদেশ", 'বাংলা ট্রিবিউন', ১৩ নভেম্বর ২০২১।

১০) "বাংলাদেশের অগ্রগতি বিশ্বে উদাহরণ", 'বাংলাদেশ প্রতিদিন', ২৬ মে ২০২১।

১১) "বায়ু দূষণে ঢাকাবাসীর আয়ু কমেছে সাড়ে ৭ বছর", 'দ্য ডেইলি স্টার', ১ সেপ্টেম্বর ২০২১।

১২) "বিদেশে নারীদের কর্মসংস্থান এখনও অনিরাপদ", 'বাংলা ট্রিবিউন', ৮ মার্চ ২০২১।

১৩) "নারী পাচারে সক্রিয় ২০০ চক্র", 'বাংলাদেশ প্রতিদিন', ১১ জুন ২০২১।

১৪) "১৬ বছরে পাচার ১১ লাখ কোটি টাকা!", 'কালের কণ্ঠ', ৬ জুলাই ২০২১।

১৫) "গণতান্ত্রিক পরিস্থিতি খারাপের দিকে", 'প্রথম আলো', ৫ এপ্রিল ২০২১।

১৬) "দেশে এক কোটির বেশি শিশু ঝুঁকিতে", 'সময়', ২৪ আগস্ট ২০২১।

১৭) "সুপেয় পানির সংকটে দেশ", 'যায়যায়দিন', ৮ অক্টোবর ২০২০।

১৮) "খাদ্যপণ্যে ভেজাল", 'যুগান্তর', ১১ অক্টোবর ২০২০।

১৯) "১০ মিনিটের পথ পার হতে ৫০ মিনিট", 'বাংলা ট্রিবিউন', ৬ সেপ্টেম্বর ২০২১।

২০) "কত প্রকার মাদক আছে দেশে?", 'বাংলা ট্রিবিউন', ২৯ জুলাই ২০২১।

২১) "দেশে প্রতিদিন ২১০ কোটি টাকার ইয়াবা বিক্রি", 'নয়া দিগন্ত', ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২১।

অর্ঘ্য দত্ত
নটর ডেম কলেজ, ঢাকা

১. ভূমিকা

'সোনা সোনা সোনা, লোকে বলে সোনা
সোনা নয় ততো খাঁটি,
বলো যতো খাঁটি তার চেয়ে খাঁটি
বাংলাদেশের মাটি রে আমার জন্মভূমির মাটি।'...

সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা চিরসবুজের দেশ বাংলাদেশ। চির-উর্বরা এ দেশের মাটিতে সব সময়ই সোনা ফলে। আর এজন্য বিদেশি শাসকেরা দীর্ঘদিন এ দেশকে শোষণ করেছে। অধিকার আদায়ের সংগ্রামে এ দেশের মানুষকে রক্ত ঝরাতে হয়েছে বার বার। প্রায় দু-শো বছর ব্রিটিশ শাসন অবসানের পর ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দু-টি পৃথক রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু তৎকালীন পাকিস্তানের বৃহৎ জনগোষ্ঠী বাঙালির কাছে স্বাধীনতা অধরাই থেকে যায়। শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বাঙালির আন্দোলনকে সংগঠিত করেন। তবে সাংগঠনিকভাবে এই আন্দোলনকে চূড়ান্ত লক্ষ্যের পথে এগিয়ে নেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব বাঙালিকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করে। ১৯৭১-এর ৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু তাঁর ঐতিহাসিক ভাষণে বলেন, 'আমি প্রধানমন্ত্রিত্ব চাই না, আমরা বাংলার মানুষের অধিকার চাই'। অসংখ্য মানুষের প্রাণের বিনিময়ে অবশেষে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আসে স্বাধীনতার চূড়ান্ত বিজয়। স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিকে এক সুখী-সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, 'এ স্বাধীনতা আমার ব্যর্থ হয়ে যাবে যদি আমার বাংলার মানুষ পেট ভরে ভাত না খায়। এই স্বাধীনতা আমার পূর্ণ হবে না, যদি বাংলার মা-বোনেরা কাপড় না পায়।'...

কিন্তু দুর্ভাগ্য, দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র আর স্বাধীনতাবিরোধীদের চক্রান্তে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে সপরিবারে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। উল্টো পথে চলতে শুরু করে বাংলাদেশ। সময়ের দীর্ঘ পথ পেরিয়ে বঙ্গবন্ধুকন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৯৬ সালে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি ভারতের সঙ্গে সম্পন্ন করেন দীর্ঘ অমীমাংসিত গঙ্গার পানি বন্টনে ন্যায্যতার চুক্তি। পার্বত্য শান্তি চুক্তির মাধ্যমে তিনি চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে শান্তির সুবাতাস এনে দেন। মানুষের স্বাস্থ্যসেবা ঘরের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে চালু করেন দেশব্যাপী কমিউনিটি ক্লিনিক। পাঁচ বছর সফলতার সঙ্গে দেশ পরিচালনা করে ক্ষমতা হস্তান্তরের পর নানা ষড়যন্ত্রে আবারও নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। অবশেষে ২০০৮ সালে পুনরায় বিপুল জনসমর্থনে নির্বাচিত হয়ে ২০০৯ সালে দ্বিতীয়বারের মতো তিনি দেশ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এরপর টানা তিনটি মেয়াদে জননেত্রী শেখ হাসিনা দেশ পরিচালনা করে চলেছেন। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন পূরণকে তিনি জীবনের মূল মন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্বে এক অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে বাংলাদেশ।

২. কৃষি ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন

কৃষি বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার শুরু থেকেই কৃষি খাতকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে চলেছে। ফলে বাংলাদেশ আজ বিশ্বের তৃতীয় ধান উৎপাদনকারী দেশ হিসেবে পরিচিত। মিঠাপানির মাছ উৎপাদনেও বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান তৃতীয় এবং মৎস্য উৎপাদনে পঞ্চম স্থান। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে কৃষি খাতে মোট ভতুর্কি দেওয়া হয়েছে ১ হাজার ৪০ কোটি টাকা এবং এ খাতে গড়ে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ৬ হাজার ৯৩৭ কোটি টাকা। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে কৃষি খাতে মোট ভর্তুকি দেওয়া হয়েছে ৭ হাজার ১৭৫ কোটি টাকা। ঋণ বিতরণ করা হয়েছে ২২ হাজার ৭৪৯ টাকা। গত এক যুগে চাল উৎপাদনে এক বৈপ্লবিক উন্নয়ন ঘটেছে বাংলাদেশে। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে দেশে চাল উৎপাদন হয়েছিলো ২ কোটি ৮৯ লাখ মেট্রিক টন। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে চাল উৎপাদন হয়েছে ৩ কোটি ৬৫ লাখ মেট্রিক টন চাল। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিলো ৫ হাজার ২০০ মেগাওয়াট। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে তা বেড়ে ২১ হাজার ২৩৯ মেগাওয়াটে দাঁড়ায়। একইভাবে বিদ্যুৎ সুবিধাপ্রাপ্ত জনগোষ্ঠী ছিলো ৪৭ শতাংশ, পরে তা ৯৯ শতাংশে দাঁড়ায়। পার্বত্য অঞ্চলের কিছু দুর্গম অংশে বিদ্যুৎ পৌঁছানো সম্ভব না হলেও সে সব এলাকায় সৌর বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সুপেয় পানির আওতায় ছিলো ৮৪ শতাংশ জনগণ। ৯৯ শতাংশ জনগণ এর আওতায় এসেছে। স্যানিটাইজেশনের আওতায় ছিলো ৭৬ শতাংশ মানুষ। পরে এ সুবিধার আওতায় এসেছে ৯৯ শতাংশ জনগণ।

৩. উন্নয়নশীল দেশের পথে বাংলাদেশ

১৯৭১ থেকে ২০২১, এই ৫০ বছরে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের স্বীকৃতি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড়ো অর্জন। মাথাপিছু জাতীয় আয়, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা এই তিন সূচকে একটি দেশের স্বল্পোন্নত থেকে উন্নয়নশীল ধাপে উত্তরণ বিচার করা হয়। অন্তত দু-টি সূচক পূরণ হলেই দেশটি উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম দেশ হিসেবে তিনটি সূচকের সব কটি শর্ত পূরণ করে পরবর্তী ধাপে উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বাংলাদেশ এখন নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, ২০২৪ সালের মধ্যে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের সারিতে পৌঁছে যাবে। নিউইয়র্কে জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি)-র বৈঠকে বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণে সুপারিশ লাভ করেছে। অর্থ মন্ত্রণালয় প্রকাশিত বর্তমান সরকারের টানা এক যুগের শাসনামল 'উন্নয়নের স্বর্ণালী যুগ' শীর্ষক একটি প্রতিবেদনে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিলো ৬.০১ শতাংশ, ২০১৯-২০২০ অর্থবছর তা দাঁড়ায় ৮.১৫ শতাংশে। অর্থাৎ এ সময়ে জিডিপি প্রবৃদ্ধি ২.১৪ শতাংশ বেড়েছে। একইভাবে মাথাপিছু জাতীয় আয় ছিলো ৬৮৬ মার্কিন ডলার। তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২,০৬৪ মার্কিন ডলারে। অর্থাৎ মাথাপিছু আয় বেড়েছে ১,৩৭৮ মার্কিন ডলার।

গত এক যুগে অবকাঠামোগত এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে এক অবিশ্বাস্য উন্নয়ন ঘটেছে বাংলাদেশে। বলা যায়, স্বাধীনতার পর থেকে গত ৫০ বছরে যা হয়নি তা হয়েছে মাত্র ১২ বছরে। তুলনামূলক বিবেচনাতেও গত এক যুগের অর্জন আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি। ২০০৭-২০০৮ অর্থবছরে মানুষের গড় আয়ু ৬৬.৮ বছর থেকে ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ৭২.৬ বছরে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে শিশুমৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৪১ জন থেকে ২২ জনে নেমে এসেছে। শিক্ষার হার ৫৪.৪ শতাংশ থেকে বেড়ে হয়েছে ৭৩.৯ শতাংশ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ছিল ৮৭ শতাংশ, তা হয়েছে ৯৮ শতাংশ। বিনামূল্যে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে সারা দেশে। গত এক দশকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে প্রায় ২৬১ কোটি বই বিতরণ করা হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে এখন স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে সাধারণ মানুষ। সরকারি হাসপাতাল স্বাস্থ্য কেন্দ্র ও কমিউনিটি

ক্লিনিকে বিনামূল্যে ৩০ ধরনের ওষুধ দেওয়া হচ্ছে। হংকং সাংহাই ব্যাংকিং করপোরেশন এইচএসবিসির সর্বশেষ গ্লোবাল রিসার্চে বলা হয়েছে, ২০৩০ সালের মধ্যে মোট দেশজ উৎপাদন জিডিপি-র নিরিখে বিশ্বের ২৬তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ হবে বাংলাদেশ। ২০৩০ পর্যন্ত প্রতি বছর বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গড়ে ৭.১ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জিত হবে।

৪. মেগা প্রকল্পে বাংলাদেশ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের উন্নয়নে প্রথমবারের মতো দশটি মেগা প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। সরকারের এই 'ফাস্ট ট্র্যাক' মেগা প্রকল্পগুলি হচ্ছেঃ (১) পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্প, (২) পদ্মা সেতুতে রেল সংযোগ প্রকল্প, (৩) ঢাকায় মেট্রোরেল প্রকল্প, (৪) দোহাজারি হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হয়ে ঘুমধুম পর্যন্ত রেল লাইন নির্মাণ প্রকল্প, (৫) রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (৬) মাতারবাড়ি মংলা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (৭) এলএনজি টার্মিনাল নির্মাণ প্রকল্প, (৮) কয়লাভিত্তিক রামপাল থার্মাল বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, (৯) পায়রা বন্দর নির্মাণ প্রকল্প এবং (১০) সোনাদিয়া গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ প্রকল্প। প্রকল্পগুলির নাম শুনে কল্পনা বিলাসী মনে হলেও বাস্তবতা এই যে, এর কয়েকটির নির্মাণ এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। আগামী বছরে বেশ ক-টি মেগা প্রকল্প সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হবে।

অর্থ মন্ত্রণালয় সম্পাদিত গত ১০ বছরের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দশ মেগা প্রকল্পের বাইরেও ২০৩০ সালের মধ্যে মোট ৩০ হাজার হেক্টর জমিতে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার কার্যক্রমও এগিয়ে চলছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলো তৈরি হলে ৪০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার পরিমাণ রফতানি আয় সম্ভব হবে। সেইসঙ্গে ১০০ অর্থনৈতিক অঞ্চলে দেশের এক কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হবে। অন্যদিকে পদ্মা বহুমুখী সেতু রাজধানী ঢাকার সঙ্গে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে যোগাযোগের এক বৈপ্লবিক সেতুবন্ধ তৈরি করবে। মোট দেশজ উৎপাদন জিডিপি-তে প্রায় এক শতাংশ অবদান রাখবে এই সেতু প্রকল্প। বিদ্যুৎ উৎপাদনে পারমাণবিক এবং কয়লাভিত্তিক কেন্দ্রগুলি চালু হলে উন্নয়নের এক নতুন সোপানে পা রাখবে বাংলাদেশ। এদিকে, চীনের সহায়তায় চট্টগ্রামে কর্ণফুলি নদীর তলদেশে নির্মীয়মান 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেল' আগামী বছর চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা হবে। চীনের সাংহাই নগরীর আদলে চট্টগ্রাম শহর ও আনোয়ারাকে 'ওয়ান সিটি, টু টাউন' হিসেবে গড়ে তুলতে নির্মাণ করা হচ্ছে এই টানেল ।

৫. তথ্য-প্রযুক্তিগত উন্নয়নে বাংলাদেশ

বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালের ১৪ জুন রাঙামাটি জেলার কাউখালি উপজেলার বেতবুনিয়ায় দেশের প্রথম উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্র স্থাপন করেছিলেন। সেই ধারাবাহিকতায় গভীর সমুদ্রের তলদেশে অপটিক্যাল ফাইবার, সহজলভ্য ইন্টারনেট-সেবা ঘরে-ঘরে পৌঁছে গেছে। ইউনিয়ন তথ্যসেবা কেন্দ্র বাস্তবে রূপ লাভ করেছে। নারীর কর্মসংস্থান উল্লেখযোগ্য হারে বেড়ে ৬ শতাংশ থেকে ৩৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। নারী-পুরুষ সমতায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেয়েছে বাংলাদেশ। ২০০৯ সালের আগে তথ্য-প্রযুক্তি খাতে দেশের বৈদেশিক আয় ছিল ২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৮ সালে তা ৮০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে উন্নীত হয়। ২০০৮ সালে দেশে মোবাইল ফোন গ্রাহক সংখ্যা ছিল ৪.৬ কোটি, ২০১৯ সালের জুন মাস পর্যন্ত এ সংখ্যা ১৫ কোটি ৯০ লাখে উন্নীত হয়। এ সময়ে ইন্টারনেট গ্রাহক সংখ্যা ৮ লাখ থেকে বেড়ে সাড়ে ৯ কোটি অতিক্রম করেছে। মোবাইল ফোন ব্যবহারে পৃথিবীতে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বব্যাপী 'দ্য ভিশনারি লিডার' মর্যাদা লাভ করেছেন। বর্তমান সরকারের হাত ধরেই টেলিযোগাযোগখাতে থ্রি জি এবং ৪জি সেবা এখন ৫জি-র পথে এগিয়ে চলেছে। গত এক দশকে তথ্যপ্রযুক্তি খাতে কর্মসংস্থান হয়েছে প্রায় ১০ লাখ মানুষের। আগামী পাঁচ বছরে এ খাতে আরও ১০ লাখ মানুষের কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আইসিটি

খাতে বাংলাদেশ গত বছর প্রায় ১০০ কোটি ডলার মূল্যের অর্থ অর্জন করেছে। চলতি বছরে এ খাতের লক্ষ্যমাত্রা ৫০০ কোটি ডলার।

৬. শেষকথা

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচির ২০২০ সালের তথ্য অনুযায়ী মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ গত বছরের তুলনায় দুই ধাপ এগিয়েছে। এদিকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে সরকার দেশের গৃহহীন পরিবারের মধ্যে ঘর বিতরণের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনে প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকির দীর্ঘমেয়াদি চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশ বদ্বীপ পরিকল্পনা নামে একটি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। ২১০০ সাল পর্যন্ত এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ২০৩০ সালে দেশের জিডিপি প্রবৃদ্ধি ১.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে। ২০৩০ সালে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু আয় হবে প্রায় ৫ হাজার ৭০০ মার্কিন ডলার। ২০৪১ সালে উন্নত দেশ হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে বাংলাদেশ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে সেই স্বপ্ন এবার সত্যি হতে চলেছে। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে এই অর্জনের প্রত্যাশায় এখন বাংলাদেশ।

Intermediate Category Essays (English)

Highlight Bangladesh's progress as a nation in 50 years since her inception

First place

Khondoker Muneera Noor

Class11, Ethnica School & College, Cumilla

Second place

Aquib Ahmed Tahsin

Class 12, Notre Dame College, Dhaka

Khondoker Muneera Noor
Ethnica School & College, Cumilla

A country that is built based on hopes, dreams, aspirations, and immense sacrifice to preserve the original values and culture that embodies "Bengal" is no other than Bangladesh. Even after successfully winning the brutal battle of 1971 that went on for long 9 months, the liberated unit had to undergo the disastrous aftermath of the war. Becoming an heir to empty coffers was a given for the newly independent state due to Her being the main field of battle and home to over 3 million heroic martyrs, countless brave freedom fighters, and victims. The 2 decades of colonial exploitation by the then West Pakistan left the former east Bengal with broken wings hoping that She would never be able to fly to the pinnacles of success on Her own even after the independence. But the achievements over the last 5 decades sing a different song, not the song of helplessness and losing hopes as anticipated by the then exploiters rather a song of building a triumphant empire using the sticks and stones that were thrown at Her to scar Her. The empire that stands today did not only have to struggle to fix the damaging consequences of the war but also had to fight traitors who lived in the disguise of knights and later had intrigued political distress. In my opinion, Her victory in overcoming these circumstances is the greatest. Half a century into the journey of reestablishing Herself, She has accomplished numerous difficult achievements that made her naturally become a role model for other countries.

Bangladesh was able to fill up the vacant casket that She had inherited by increasing the GDP growth rate and per capita income, diminishing poverty, earning foreign currency, and encouraging investments as well as the foreign direct ones. In terms of Gross Domestic Product, the increment rate jumped from being at a low of -5.48% in 1971 to 8.15% in 2019. The Per Capita Income of the country raised from a mere $134 to a bill of $2064 in 2020. This indicates an improvement in the lifestyles of Bangladeshi people. Rising Per Capita Income impacted the country to earn the status of being a Lower-Middle-Income (LMC) in 2015 from being a Low-Income country. Besides, in the early 1970s, around 80% of the population sustained below the poverty line, this percentage has remarkably dropped down to only 20% in the year 2019. If the fall continues at this rate, then the country is hoping to halve Her poverty rate by 2030. Moreover, we cannot overlook the contributions that are being made to the rising economy of the nation by the export earnings and other investments. Bangladesh earned the title of being the second-largest global apparel producer after China. If we look into the fiscal year of 2018-19 alone, the earnings from exporting products stood at a mighty sum of 40.5 billion US dollars. If we consider the first four months of the current fiscal year (July 2021- June 2022), Bangladesh earned a hefty amount of around 15.7 billion US dollars. The country has successfully been able to make the best use of Her biggest resource that is manpower. In the fiscal year 2018-19, we can observe that the investment to GDP ratio of the country was 31.6%. Private sectors contributed roughly about 23.4% of the share while public sectors contributed around 8.13% of the portion. In terms

of foreign direct investments, Bangladesh had received $90000 in 1972. But the amount increased to 2.6 billion US dollars. Moreover, the service and industry sector has also tremendously contributed in this regard. Over the years, the share of service sectors jumped to 56%. Bangladesh was also able to shift Her people from having their income agriculture oriented to exploring other fields of income such as service and industry. In terms of industry, the share of the non-manufacturing and manufacturing sector in GDP was only 2% and 4% respectively. However, this share increased with time and as of 2019 stands at 11% and 18% respectively. The country has also improved gender parity across all sectors by ensuring the participation of women in various political and socio-economic activities. This initiative was fruitful, so much so that according to an article published by The Business Standard, the nation has earned the glorious title of allocating the first position in gender equality among South Asian countries for the 7 consecutive times in a record formulated by the Global Gender Gap Report produced by the World Economic Forum (WEF). Because of such significant excellence in the field of economy, Bangladesh has earned the recommendation of graduating from the Least Developed Country (LDC) by the UN's Committee for development. It is speculated that the country will officially achieve the developing country status by the year 2026. From being one of the poorest countries at the time of Her inception with having the 10th least per capita GDP in the world to soon receiving such a promotion throughout such a short period is truly an extraordinary accomplishment! Furthermore, the government of the country along with the people is striving hard to take their nation to a much better place expressing a message that these great achievements will not result in the easing up.

Health is wealth while education is imperative to building a well-informed population. Bangladesh has managed to flourish significantly in these sectors as well. The child mortality rate and the maternal mortality rate were brought down by 50% and 75% respectively over the 50 years of being a sovereign nation. The fertility rate dropped down to 2.04 from a rough value of 7 from the 70s decade of the 20th century. The healthcare facilities and services were formulated not just to treat people but also to inform them of a healthy lifestyle and help prevent diseases from affecting. In this regard, Bangladesh has officially initiated the Expanded Program on Immunization abbreviated to EPI in 1979. As of 2019, Bangladesh has ensured the immunization of over 38 million children since 2003. Bangladesh has earned the certification of being a polio-free country since 2006. Besides, the healthcare specialists and enthusiasts of the country have also managed to eliminate the neonatal tetanus threat. Because of all the efforts made above for the perfect health of her citizens, the life expectancy of Bangladeshis has gone up by 26 years since the establishment of the liberated nation with the current life expectancy being 72.6 years. A major success in terms of education was ensuring elementary level for all children at the least. The school dropout rate was also significantly brought down by executing numerous strategic plans. As a result, the country's literacy rate has increased by 47.9% since 1974. Apart from the splendid accomplishment mentioned above, Bangladesh also managed to rebuild herself by renovating the war-affected infrastructural ruins concerned with communication and industry. As estimated by the World Bank, about 4.3 million houses were destroyed in the countryside alone by the then ruthless Pakistani militaries. Starting from the vitals like the building of the roads and other government offices and rehabilitation of the people who had lost

their homes to the war to investing in mega infrastructure projects like Padma Multipurpose Bridge, Bangabandhu Tunnel, and Rooppur Nuclear Power Plant, Bangladesh has shown Her high growth trajectory in this regard. To strengthen her communication by the most on May 12, 2018, Bangladesh has also managed to be the 57th country to launch Her own satellite, "Bangabandhu-1" named after the architect and father of the nation. Bangladesh has also formulated well-devised strategies as the country has experienced 6 major floods and 5 cyclones since Her inception. The country was successfully able to utilize satellite imagery to learn the severity of a storm in 2007. Special and unique cyclone shelters have also been developed for people to take shelter during a disaster. Such initiatives have demonstrated a high level of adaptability in adopting existing resources and technologies to combat natural disasters of any sort. With regards to technology, the government of the country has promised a "Digital Bangladesh" in 2009 and has been undertaking necessary initiatives ever since.

The aforesaid portions depict and highlight the milestone recognitions achieved by Bangladesh over the past 50 years. With that being said, I will have to add that the country did gain uncountable glorious achievements. Listing all of them within a limited number of words did not make justice to all the accomplishments. Bangladesh has developed from inside and out. Besides the improvements that can be perceived and seen, Bangladesh has also succeeded in making her people broaden their horizons on various issues. Through the fight for independence, Bengalis realized that striving against the wrongdoers always pays off. Although the challenges may seem steep, this will encourage the people to strive for a poverty-free and advanced economy by 2041. Because to Bengalis, everything is surmountable.

Aquib Ahmed Tahsin
Notre Dame College, Dhaka

Introduction:

Bangladesh, once initiated its journey with the hands of some aspirants, has now achieved envious success that has uplifted its identity as a nation in the global arena. Inheriting a poverty stricken population and a backward economy from its previous master, the nation walked a long way to cross uncountable milestones and appeared as an emerging economy. By means of policy based foundation and planned ventures; the nation appeared capable of presenting an inclusive economy, a developed society and a hope of better life to its people. The nation in these 50 years, has reached from nowhere to a place like a gleaming star.

Remarkable success in economy:

The economy of Bangladesh surely deserves to receive a round of applause and some startling eyes for its tremendous performance in indicators like GDP growth, per capita income, capital formation, industrialization, poverty alleviation, women's participation, enlarging contribution of industrial sector, dependence on internal resource etc. From the derogative term, "basket gase" given by Mr. Henry Kissinger, Bangladesh, at present has accumulated the 41st position in terms of largest economy with a GDP of tk 11.306 trillion which was tk 48.5 billion at bud. The per capita income rose from USD 129 (1972) to USD 2064 (2020) to hand the nation with a recognition of an emerging economy. The growth of GDP has run in between 6% on average during the past decades and even 7% in 2020. The tiny yet gigantic spikes of COVID-19 got fade while infecting this running rate. Besides, the foreign reserve of the country touched the scale of USD 42 billion to place to nation's image at the peak. In absence of deviation, Bangladesh is likely to strike the 25th position among largest economies by 2030 and aspiring to be reliant on its internal resources. The poverty rate of the country stood at 20.5% at 2019 resulting in people spending less than 100 taka a day reduced to 9% (2019) from 90% (1972). Participation of women (80%) in RMG sector casted a positive impact in overall socio economic condition. The rate of capital formation (31.54%0 and rate of savings (30%) has increased. The amount of export is stretching to surpass the amount spent on import. Youths are now inclining towards entrepreneurship leaving traditional jobs and a mentality to take risk has grown among them. The whole culture is advocating in favor of further progress of the country and making the pillars of the nation more rigid.

Socio economic welfare and human development:

The real development of a state can be comprehended based on its socio economic development, dominantly development in education, health sector, women affairs, social security, infrastructure development, food security and such. The continuous effort of the

government and other agencies have helped poverty stricken Bangladesh to achieve new heights in terms of education. Starting with a literacy rate of 18% in 1971, the country is now marching forward with rate of 74.9% (2020). Bangladesh nearly earned universal net primary enrollment with 98% of children enrolled in primary school. Quality still being the question, government has introduced the National Education Policy-2010 to enrich education further.

The development of health sector in Bangladesh has given hope to population, left unvalued for so long, to go for an another breath. The life expectancy (72 years) is now much higher than one could have predicted 50 years ago. The infant mortality rate reduced to just 1.9% and death of pregnant women to 173 per lakh are gleaming result of tri stage (district-upazilla-union) based health sector. The 1500 community clinics, 600 government hospitals have rightly justified their worth in saving lives through immunization and vaccination.

The state has taken significant steps throughout its whole journey to empower women includes eradication of child marriage, child pregnancy and violence of all forms. Compulsory education for all have made women aware of their rights. Recruitment of 60% women in primary schools, reserved sets for women in local government structures, special quota in service sectors, micro credit and short term loans for small and medium entrepreneurs are handing women a chance to lead their life with dignity. Family violence prevention and protection act 2010 and CEDAW are helping women to express themselves in the mainstream society. The National Child policy 2011 has been adopted to protect children within age of 18 years.

Aiming social development, government has allocated 253 billion taka for allowance to vulnerable population. Poor, distressed, disaster affected, handicapped, widow and women are receiving allowance from the state to support their life a bit. On the other hand, projects like Food for work, VGF, VGD and TR are on the run to ensure food security. The agricultural production has increased by three folds since initiation due to modernization of it and free distribution of seeds, fertilizer, machineries etc. Massive development in infrastructure is assisting people to enrich their condition. Planned ventures like Padma bridge, metro rail, Bangabandhu satellite, construction of matarbari electric plant, rampal plant and ruppur nuclear plant will add dimension to development. 99% of whole country are already receiving electricity while 100% have well access to sanitation. All these planned projects are conveying message of a modern state.

Digital revolution:

Digital Bangladesh, a dream to digitalize the nation with the widespread usage of information and communication technology was a pledge by the ruling party during 2008 general election. At present, people mostly from rural areas are availing 200 types of services from 5865 centers. More than 100 million are receiving internet service in the country. 3800 unions have been brought under high speed internet facility using optical fiber connections. As information technology education has been made compulsory up to secondary education, 8000 IT labs have been established across the country. The whole process has provided employment opportunities to around 11000 youths while 650000 IT freelancers have been created who are earning handsome amount through working in several foreign organizations sitting at home. 50000

young men and women are being trained to make them skilled enough to earn their own bread. Uplifting tax from all types of computer hardware was a revolutionary step towards modernization. Online entrepreneurs are producing in large number mostly women. Introduction of IT in governance has made overall task further easier.

On the way to Good Governance:

The governments, aided with concept of ideal governance like decentralization and political pluralism have tried to ensure people's participation for widespread development. Implementation of union council, upazilla council, municipality and other local government structures have included mass people in governance which was hardly seen during initiation of the state. The political awareness thus, created, undeniably played roles to enhance overall accountability and transparency. The efficient governance has provided words to the minds suppressed for long and paved the way to democracy and rules of law. Moreover, modernization of government functions has ensured service at doorsteps. As a result, the position of Bangladesh is gradually improving in terms of corruption index. In the same note, the diplomatic success can't be overlooked as it facilitated economic growth through providing fields for foreign investment along with aid, making investors confident to let the ride go. But the show will get stolen by the long cherished predictability, which getting near to impossible on account of frequent amendments and transition of power, can now finally be expected to appear in Bangladesh owing to its stable government for around three terms. Absence of illegal transition of power since 2006's black incident companied by decreasing amount of amendments are results of efficient governance. The human rights and supremacy of the constitution voided until 1991 are also gradually regaining its desired shape.

Bangladesh; a gleaming figure in global stage:

Bangladesh has walked a long way from a neglected piece of land to a rising star in the global arena. The recent activities and achievements of the nation has put enough respect to its name. Contribution of Bangladesh in UN peace keeping missions has proved its claim of being an adherent solider in the war of establishing peace. In addition, shelter provided to 1 million Rohingya population by the nation, whose population once had been refugee, has placed Bangladesh to a next level of stature. On the other hand, success in maritime dispute with India and load disbursed to Sri Lanka along with recent LDC graduation, are enriching its arsenal in springing up as a regional power.

Conclusion:

Bangladesh struggling with a mass largely illiterate population, unfavorable social structures, dark history of economy and unstable political circumstances, has proved its worth through significant development in major indicators, amazing many from home and abroad. In this rough journey the country at a time tried to fly but wings got cut, at other time desired to run but legs got cramped, but at the end progressed enough to attain a special identity among other gigantic nations, an identity bit different from others, the identity of a role model.

Partners